সিলেট বিভাগীয় ষ্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা এর

চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর - ৬
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০২০

“সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)’’

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর – ৬

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
৩.১	এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটির অবস্থা কি ছিল এবং স্টেডিয়ামের আশে-পাশে ও প্রবেশের রাস্তা বর্তমানে কি উন্নতি হয়েছে তার তথ্য প্রয়োজন। প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের পর কি কি প্রভাব পড়েছে তা প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণের ধারাবাহিকতায় সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে।	এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটির অবস্থা কি ছিল এবং স্টেডিয়ামের আশে-পাশে ও প্রবেশের রাস্তা বর্তমানে কি উন্নতি হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে।
৩.২	এ প্রকল্প এলাকায় যাওয়ার বা প্রবেশের যে রাস্তা রয়েছে সে রাস্তার পরিসর ছোট হওয়ায় যানবাহন চলাচল করতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে এবং সেটি চা-বাগানের পাশে অবস্থিত।ভবিষ্যতে রাস্তাটির বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা প্রতিবেদন উল্লেখ করতে হবে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক অন্যান্য খেলাসমূহও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যদি সুপারিশে আলোকপাত ও পর্যালোচনা করতে হবে।	এ প্রকল্প এলাকায় যাওয়ার বা প্রবেশের যে রাস্তা রয়েছে সে রাস্তার পরিসর ছোট হওয়ায় যানবাহন চলাচল করতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে এবং সেটি চা-বাগানের পাশে অবস্থিত।ভবিষ্যতে রাস্তাটির বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক অন্যান্য খেলাসমূহও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যদি সুপারিশে আলোকপাত ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৩.৩	প্রতিবেদনে প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের তথ্যগুলো আলোচনা করতে হবে।	প্রতিবেদনে প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের তথ্যগুলো আলোচনা করা হয়েছে।
৩.৪	প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুরাপুরি প্রতিবেদনে আলোকপাত ও পর্যালোচনা করা করতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ রাখতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুরাপুরি প্রতিবেদনে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা নং
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	I-II
	Acronym & Glossary	১
প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের বিবরণ		**১-১৫**
১.১	ভূমিকা.....	১
১.২	উদ্দেশ্য	২
১.৩	প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি.....	৩
১.৪	অর্থায়নের অবস্থা (সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধির হার)	৪
১.৫	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/প্রধান প্রধান অঙ্গ/কর্মপরিধি.....	৫
১.৬	অঙ্গভিত্তিক লক্ষমাত্রা	৬
১.৭	কর্মপরিকল্পনা.....	১১
১.৮	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম.....	১১
১.৯	লগ-ফ্রেম	১৩
১.৯.১	টেকসইকরণ পরিকল্পনা.....	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি		১৬-২৪
২.১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি.....	১৬
২.২	**এলাকা নির্বাচন**.....	১৬
২.৩	**নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ**.....	১৭
	২.৩.১ পরিমাণগত সমীক্ষার নমুনায়নঃ	১৭
	২.৩.২ গুণগত নিবিড় সাক্ষাৎকার নমুনায়নঃ	১৯
২.৪	সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন.....	২০
২.৫	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, নমুনা বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ.....	২২
তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা		**২৫-৪৭**
ক)	প্রকল্পের অগ্রগতি ও প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি.....	২৫
খ)	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম.....	৩১
গ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন	৩৬
ঘ)	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা.....	৩৮
ঙ)	প্রভাব মূল্যায়ন	৩৯
চ)	প্রকল্পের তুলানামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ.....	৪০
	অংশ-কঃ গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.....	**৪০-৪৩**
	নিবিড় সাক্ষাৎকারের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.....	৪০
	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে দলীয় আলোচনার (এফজিডি) ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.....	৪১
	সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সাথে শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের (ঢাকা) সুবিধাদি তুলনামূলক পর্যালোচনা	৪৩
	অংশ-খঃ পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	**৪৪-৪৭**
	সাধারন উত্তরদাতাদের জরীপের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.....	৪৪
চতুর্থ অধ্যায়ঃ SWOT Analysis		৪৮-৪৯
৪.১	প্রকল্পের সবল দিক	**৪৮**
৪.২	প্রকল্পের দুর্বল দিক.....	**৪৮**

৪.৩	প্রকল্পের ঝুঁকি.....	**৪৯**
৪.৪	প্রকল্পের সুযোগ.....	**৪৯**
পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা		৫০
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সুপারিশ		৫২
সংযোজনী-১		৫৩
সংযোজনী-২		৫৪

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের অষ্টম টেস্ট ক্রিকেট ভেন্যু এবং একমাত্র ক্রিকেট এরেনা খ্যাত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রীড়া জগতের একটি উদীয়মান সূর্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের দেশ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি আমাদের দেশেও অসংখ্য সমর্থক, গুণগ্রাহী, ক্রীড়ামোদী এবং উৎসাহী ক্রীড়াবিদ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য ক্রীড়া সরঞ্জাম, মাঠ, দর্শক গ্যালারি, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জায়গা প্রভৃতি প্রয়োজন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় নিয়ত রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এ উদ্যোগেরই একটি ফসল।

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর অধীনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাস্তবায়ন করেছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটি সিলেট জেলার সদর উপজেলার লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গার উপর নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রকল্পভুক্ত এলাকা ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকা হতে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিমাণগত সমীক্ষার জন্য ৬০০ জনের (খানা ভিত্তিক) সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে, সকল উত্তরদাতাই অভিমত দিয়েছেন তারা সকলেই জানেন এটি আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত স্টেডিয়াম। উত্তরদাতারা বলেন, তারা টিভিতে খেলা দেখার মাধ্যমে, বিভিন্ন খেলার প্রচারের সময় এবং যখন থেকে এই স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, সিলেটের সকল মানুষই জানতে পেরেছে তাদের জেলাতে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নির্মিত হচ্ছে কেননা এটি সিলেটবাসীর জন্য গর্বের বিষয়।
এই প্রকল্পটি কি উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে জানতে চাওয়া হলে, সকলেই বলেন এখানে টি-২০ বিশ্বকাপ হয়েছিল এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের লক্ষ্যে এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করা হয়েছে।

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে, ৬৮% উত্তরদাতা বলেন, অনেক বেকার লোক স্টেডিয়ামের পাশে বিভিন্ন দোকান তৈরি করেছেন এর ফলে অনেক মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে, ২২% বলেছেন খেলা চলাকালীন সময়ে অনেক দূর দূরান্ত থেকে ও বিদেশী পর্যটকরা খেলা উপভোগ করতে আসেন, ফলে তাদের থাকা ও খাওয়ার আবাসন ব্যবস্থার জন্য নতুন নতুন হোটেল মোটেল নির্মাণ হয়েছে এবং সেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১০% উত্তরদাতা কোনো মতামত দেননি।

৮৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে, এই স্টেডিয়ামটি নির্মিত হওয়ার ফলে সিলেট সহ আশে পাশের জেলার খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, নতুন নতুন ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হচ্ছে যেখানে এই অঞ্চলের ক্রিকেট প্রেমী যুবকরা আরো বেশি উৎসাহিত হচ্ছে, তাদের খেলার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেশি বেশি টুর্নামেন্ট হচ্ছে, ঘরোয়া ও জাতীয় বিভিন্ন খেলাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং জাতীয় পর্যায়ের অনেক খেলোয়াড় বিভিন্ন লিগ খেলতে আসায় তাদের কাছ থেকে সরাসরি কিছু শিখতেও পেরেছে।

বর্তমান সমীক্ষায় নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় সিলেট ৩ টি দলীয় আলোচনা (২টি প্রকল্প এলাকায় ও ১টি কন্ট্রোল এলাকায়) সমীক্ষার টিওয়ার অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। এই ৩ টি দলীয় আলোচনায় মোট ৩০ জন অংশগ্রহন করেন। এই আলোচনায় ৫০% পুরুষ অংশগ্রহন করেন। যুবক যারা খেলার সাথে সম্পৃক্ত তারা অংশগ্রহণ করেন ৩০% এবং মহিলা অংশগ্রহণকারী ছিল ২০%।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন এবং টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য এই স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে খেলাধুলার মান উন্নয়ন, খেলোয়াড় সৃষ্টি ও খেলোয়াড়দের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বলে সবাই অবহিত করেন।১২% উত্তরদাতা বলেছেন ফ্লাড লাইট স্থাপন করেছে, ১৫% বলেছেন নতুন টিকেট কাউন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, ১৯% বলেছেন গ্রীণ গ্যালারী নির্মাণ করা হয়েছে, ২৬% বলেছেন গ্যালারীতে নতুন চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে, ১৮% বলেছেন স্টেডিয়ামের নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে, বাকী ১০% কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

তুলনামূলক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে (মিরপুর স্টেডিয়াম, ঢাকা) আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কাভার করা দেশের বিভিন্ন উত্তরদাতার মতে, সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামটি বাংলাদেশের যেকোনো আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের তুলনায় আধুনিক স্থাপত্য শৈলী দ্বারা নান্দনিক সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত।

প্রকল্পের সবল দিকঃ স্টেডিয়ামটি নির্মাণের ফলে দেশের ক্রীড়া জগতে ক্রিকেট খেলা আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে; ভবিষ্যতে একক ভাবে আইসিসি'র যেকোনো বড় ইভেন্ট আয়োজনের জন্য এই স্টেডিয়ামটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে; এই স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকার অনেক বেকার জনগণের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এই এলাকা সহ আশে পাশের এলাকার জনগণ আর্থ সামাজিকভাবে উপকৃত হচ্ছে; এই স্টেডিয়ামটিতে ইতিমধ্যে টি-২০ বিশ্বকাপ সহ আইসিসি'র অনেক খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিসিবি আরো শক্তিশালী হয়েছে বলে আশা করা যায়; প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। **প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ** ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিধান থাকলেও অতিরিক্ত দায়িত্বের প্রকল্প পরিচালক নেয়া হয়েছে; স্টেডিয়ামের গ্রিণ গ্যালারী খাড়া ভাবে নির্মাণ করায় দর্শকদের বসতে ও চলাফেরা করতে সমস্যা হয়; প্রকল্প চলাকালীন বা সমাপ্তির পরেও কোনো অডিট করানো হয়নি; প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক সরাসরি তদারকি করা হয়নি। **প্রকল্পের ঝুঁকিঃ** সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে অনেক ইলেকট্রনিক মালামাল ও গ্যালারীর ক্ষতি হতে পারে; শক্তিশালী কমিটি দ্বারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা না গেলে স্টেডিয়ামটি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে; নিয়মিত খেলা আয়োজন করা না গেলে এর পরিচর্যা কম হবে। **প্রকল্পের সুযোগঃ** উদীয়মান ক্রিকেটার তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে; নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে; বেশি বেশি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য সুযোগ বেড়েছে; স্টেডিয়ামটি অধিক দর্শক ধারণক্ষমতা সক্ষম হওয়ায় একসাথে অনেক দর্শক খেলা উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে; স্টেডিয়ামে আধুনিক জিমনেসিয়ামের ব্যবস্থা থাকায়, তা ব্যবহার করে জাতীয় এবং এলাকার খেলোয়াড়রা তাদের ফিটনেস ধরে রাখার সুযোগ রয়েছে।

সুপারিশমালাঃ ভবিষ্যতে এই রকম প্রকল্পে পূর্ণ কালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে; প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার চাহিদা ও বরাদ্দ প্রথম বছরে রাখা উচিৎ যাতে করে দ্রুত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কাজ সময়মাফিক সমাপ্ত করা যায়; ইন্টারর্নাল বা এক্সটার্নাল অডিট করানো যেতে পারে এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে; যাতায়াতের ব্যবস্থা আরো উন্নতি করানো যেতে পারে, কেননা প্রধান সড়ক থেকে স্টেডিয়ামের প্রবেশের রাস্তা অনেক সরু; যেহেতু স্টেডিয়ামটির ধারন ক্ষমতা অনেক বেশি এবং যেকোনো আন্তর্জাতিক বা ঘরোয়া খেলায় প্রচুর দর্শকের সমাগম হলে মাত্র ২টি টিকেট কাউন্টার, যার ফলে বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই টিকেট কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; আধুনিক মানের ফুড কোর্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; ATM বুথের ব্যবস্থা রাখা দরকার; টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিৎ; বেশি বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করা দরকার; নিরাপত্তা আরো জোরদার করা দরকার; এবং শক্তিশালী কমিটি করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যতগুলো নান্দনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে, তন্মধ্যে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটি অন্যতম যা' আমাদের দেশ ও ক্রিকেটকে বিশ্ব পরিমন্ডলে আরো সুপরিচিত করে তুলে ধরতে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং ক্রীড়া জগতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বাংলাদেশে আরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

Acronym & Glossary

ADP	Annual Development Program
APP	Annual Procurement Plan
BCB	Bangladesh Cricket Board
BOQ	Bill of Quantities
DPP	Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
GO	Government
GOB	The Government of the People's Republic of Bangladesh
HQ	Head Quarter
ICC	International Cricket Council
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
NGOs	Nongovernmental organizations
NSC	National Sports Council
PCR	Project Completion Report
PD	Project Director
PP	Project Proforma
PPA	Pension Protection Act
PPR	The Public Procurement Rules
RDPP	Revised Development Project Proforma/Proposal
RFP	Request for Proposal
SPSS	Statistical Packages for Social Sciences
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	Terms of Reference
UP	Upazila Parishad

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিবরণ

১.১ ভূমিকাঃ

প্রাচীনকাল থেকে ক্রীড়া একটি দেশের নাগরিকদের সভ্যতা, প্রগতি এবং শারীরিক সুস্থতা, সবলতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যেকোন দেশে, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি স্থানীয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল হতে দর্শক এবং অংশগ্রহণে উৎসাহী বিভিন্ন দেশের জনগণ একত্রিত হয়। এখানে যেমন পরস্পরের মধ্যে পদক অর্জনের জন্য প্রতিযোগীতা হয় ঠিক তেমনি, পরস্পারিক আচরণ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু গড়ে তোলে।

বাংলাদেশ ক্রীড়া জগতের ক্রিকেটের ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান সূর্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি আমাদের দেশেও এক অসংখ্য সমর্থক, গুণগ্রাহী, ক্রীড়ামোদী এবং উৎসাহী ক্রীড়াবিদ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য ক্রীড়া সরঞ্জাম, মাঠ, দর্শক গ্যালারি, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জায়গা প্রভৃতি প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় নিয়ত রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এ উদ্যোগেরই একটি ফসল।

অবস্থানঃ সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটি সিলেট জেলার সদর উপজেলার লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গার উপর নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ স্টেডিয়ামে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়। কিন্তু ২০১৪ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত করলে অধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার জন্য স্থান নির্মান, স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক সুবিধাদির যোগানসহ বিদেশীদের জন্য মাঠে উপযুক্ত ক্রীড়া পরিবেশ তৈরি তথা সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণের জন্য ২০১২-২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৩/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ দুইবার বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০শে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর প্রকল্পের সার্বিক কাজে আরো বিষয়াবলী সংযোজন করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পূর্বক প্রকল্প ব্যয় ১০৩১১.৫৫ লক্ষ টাকা ধার্য করে পেশ করা হয়, যা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৫/০৪/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটি সিলেট জেলার সদর উপজেলার লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গার উপর নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

ইতোমধ্য বাংলাদেশ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের পরিচিতি (ডিপিপি অনুযায়ী)

১.	প্রকল্পের নাম	:	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)।
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ।
৪.	প্রকল্প এলাকা ও আয়তন	:	লাক্কাতুরা মৌজা, সদর উপজেলা, সিলেট। স্টেডিয়ামটি ১২৮৫ একর জমির উপর নির্মিত হয়েছে।
৫.	প্রকল্প অগ্রাধিকার	:	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিবি) বিশেষ করে ২০১৪ সনের আইসিসি টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ এককভাবে আয়োজনের জন্য দাবী জানালে তদনুযায়ী মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর আধা-সরকারী পত্রের মাধ্যমে এ প্রকল্পের অগ্রাধিকার ধার্য করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
৬.	যুক্তিসহ ব্যাখ্যা	:	মূল ডিপিপি প্রণয়নের সময় এই প্রকল্পের পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য PWD-2011 সালের রেট সিডিউলে এবং বাজার মূল্য অনুসরণ করে

১.২ উদ্দেশ্যঃ

আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ।

১.২.১ প্রকল্পের যৌক্তিকতাসহ উদ্দেশ্যঃ

২০১৩ সনে এ প্রকল্পটি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রিকেটের জন্য বিকল্প আধার তৈরি করা। এর মূল কারন হলো, আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ বাংলাদেশকে একক দেশ হিসাবে নির্ধারণ করে। এ টুর্নামেন্টে পুরুষদের খেলায় টিম ছিল ১৭ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে টীম ছিল ১০টি। এ টীমসমূহের ক্রীড়াবিদ, অফিসিয়াল এবং বিভিন্ন দেশের দর্শকদের জন্য উপযোগী সুবিধা সম্বলিত স্টেডিয়াম তৈরির জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এ বিশ্বকাপ খেলা দর্শক হিসাবে দেশি-বিদেশি দর্শক, ও সাংবাদিকদের নিকট বাংলাদেশকে নতুনরূপে উপস্থাপনের সুযোগ আসে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুযোগ আসে। কাজেই প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীকে নিম্নোক্ত উপায়ে সাজানো যায়।

(ক) প্রকল্প গ্রহণের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো ICC-T-20 বিশ্বকাপ অনুষ্ঠানের জন্য অতিরিক্ত একটি ভেন্যু নির্মাণ যাতে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন স্টেডিয়ামে ১৭টি পুরুষ দল এবং ১০ টি মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়ারবৃন্দ ক্রিকেট খেলার সুযোগ পায়;

(খ) ক্রীড়া কভার করতে আসা সাংবাদিকদের জন্য পরিদর্শন বুথ নির্মান করা যাতে দেশি-বিদেশি ক্রীড়া সাংবাদিকগণ আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ সুবিধায় খেলা কভার করতে পারে, সংবাদ পাঠাতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারের সুযোগ পেতে পারে;

(গ) খেলার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্কোর বোর্ড, দর্শকদের খেলার ফলাফল লক্ষ্য করার জন্য বড় আকারের প্রদর্শনী বোর্ড, খেলোয়ারদের জন্য বিশ্রাম কক্ষ ও চেঞ্জিং কক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সুবিধা নিশ্চিত করা;

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের আসন সংগ্রহ, স্থাপন এবং দিবারাত্রির খেলা পরিচালনার জন্য ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) খেলার মাঠকে খেলার উপযোগী রাখার স্বার্থে বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের জন্য উন্নত ব্যবস্থা, খেলোয়ারদের স্নান, ব্যায়াম ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা ইত্যাদি; এবং

(চ) এক কথায় বলা যায়, সিলেটে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধিঃ

প্রথমে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় ২০১৩ সালে। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের পিইসি কমিটির সভায় প্রকল্পটি প্রযোজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর ২৩/০৪/২০১৩ তারিখে ১লা জুলাই ২০১২ তারিখ হতে ৩০শে জুন ২০১৩ তারিখের মধ্যে বাস্তবাযনের জন্য ৮৭৪২.৪৮ লক্ষ টাকায় প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রকল্প মেয়াদ ১ (এক) বছর হলেও এ কাজটি করার জন্য বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সময় পায় মাত্র এক মাস ০৯ দিন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ায় এবং বাস্তবায়নে অপারগতার পেছনে কোন প্রকল্প পরিচালনার ত্রুটি না থাকায় প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে (ক) প্রথমবার জুন ২০১৪ পর্যন্ত এবং (খ) দ্বিতীয়বার জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত সময় বর্ধন করা হয়। এ সময়, প্রকল্পের মূল কাজের কোন যোগ-বিযোগ করা হয় নাই।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বেশ কিছু নতুন কাজ দেখা দেওয়ায় এবং সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা কিছু অতিরিক্ত কাজ দাবী , বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অতিরিক্ত কাজের দাবী করায় এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের সাইট পরিদর্শন শেষে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ টেকসই করার জন্য সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ২০১৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানিয়ে সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করে, যা' মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ০৫/০৪/২০১৬ তারিখে অনুমোদন করেন। সংশোধনের পর প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১০৩১১.৫৫ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারনীতে প্রকল্পটির সময়বৃদ্ধি ও সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণী-১: অনুমোদন, সময় বৃদ্ধি এবং সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
১	২	৩	৪
জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত (১২ মাস)	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত (৫৪ মাস)	ক. মূলঃ জুলাই ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩. খ. ১ম সময় বর্ধনঃ জুন ২০১৪ পর্যন্ত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে) গ. ২য় সময় বর্ধনঃ জুন ২০১৫ পর্যন্ত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে) ঘ. ১ম সংশোধিতঃ জুলাই ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ (৫৪ মাস)	৪২ মাস (৩৫০%)

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (সংশোধনে হ্রাস / বৃদ্ধির হার)

প্রকল্পটি ০৫/০৪/২০১৬ তারিখে সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের আরো কিছু কাজ সংশোধনের পর এর ব্যয় নিরূপন করা হয়। এর ফলে মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলনের তুলনায় (মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলন ছিল ৮৭৪২.৪৮ লক্ষ টাকা) প্রকল্প ব্যয় বেড়ে দাড়ায় ১০৩১১.৫৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধির ১৫৬৯.০৭ টাকা, যা' হার হিসাবে দাড়ায় মূল ডিপিপি'র ১৭.৯৫%এ। প্রকল্প পরিচালক প্রদত্ত বিবরণীতে দেখা যায়, এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ১০২১৯.১৩ লক্ষ টাকা, যা' মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলনের তুলনায় ১৪৭৬.৬৫ লক্ষ টাকা বেশি, শতকরা হারে যা'১৬.৮৯% বেশি। ব্যয় বিবরণী পরিক্ষণে দেখা যায়, সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মোট ব্যয়ের তুলনায় ৯২.৪২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে, তবে ব্যয় প্রক্রিয়ায় কনটিনজেন্সি হতে টাকা খরচ করতে হয়েছে।

সারণী – ২: সংশোধনজনিত কারনে ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির হার

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
১	২	৩	৪
৮৭৪২.৪৮	১০৩১১.৫৫	১০২১৯.১৩	১৫৬৯.০৭ (১৭.৯৫%)

১.৫ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম / প্রধান প্রধান অঙ্গ :

(ক) ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন;
(খ) গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ;
(গ) মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ;
(ঘ) জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ;
(ঙ) গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ;
(চ) আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন;
(ছ) এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোর বোর্ড স্থাপন;
(জ) ২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ;
(ঝ) ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন;
(ঞ) গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ;
(ট) আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভর নির্মাণ;
(ঠ) পরামর্শক সেবা গ্রহণ;
(ড) ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ; এবং
(ঢ) বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ।

১.৬ অঙ্গ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি) :

বাজেট	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্য				বছর - ১ (২০১৩-২০১৪)			বছর -২ (২০১৪-২০১৫)			বছর - ৩ (২০১৫-২০১৬)			বছর - ৪ (২০১৬-২০১৭)		
		একক	পরিঃ	একক মূল্য	মোট মূল্য	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ক) রাজস্ব																	
	কনসালটেন্সি ফি	মাস	২৪.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১১৩.০০	৭৫	১.০৯	৭.০০	৫	০.০৭	৩০.০০	২০	০.২৯			০০
	ষ্টেশনারী	থোক		৬.০০	৬.০০	১.০০	২০	০.০১	৪.০০	৭০	০.০৪	১.০০	১০	০.০১			০০
	টেন্ডার আহ্বান, বিজ্ঞাপন বিল	থোক		৪.০০	৪.০০	২.০০	৫০	০.০২	১.০০	২৫	০.০১	১.০০	২৫	০.০১			০০
	বিভিন্ন সভার সম্মানী ও অন্যান্য বিনোদন	থোক		৫.০০	৫.০০	১.০০	২০	০.০১	৪.০০	৮০	০.০৪			০.০০			০০
	পরিদর্শন যানের ভাড়া	থোক		৫.৫০	৫.৫০			-			০.০০	২.৫০	৪০	০.০২	৩.০০	৬০	০.০৩
	বিদ্যমান গ্যালারীর রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	থোক		২৫.০০	২৫.০০	১০.০০	৭৫	০.১৮	১৫.০০	২৫	০.০৬			০.০০			০.০০
	বিদ্যমান গ্যালারীর বেড়া ও অভ্যন্তরীন রাস্তার রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	থোক		২৫.০০	২৫.০০	৮.০০	৩৫	০.০৮	১২.০০	৫০	০.১২	৫.০০	১৫	০.০৪	।		০০
	বিদ্যমান গ্যালারীর	থোক		৯.০০	৯.০০	৩.০০	৭৫	০.০৭	৬.০০	২৫	০.০২			০০			০০

	টয়লেটের রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক																
	বিদ্যমান ডিপ – টিউবওয়েল রিপেয়ার ও রিনোভেশন	থোক		৭.০০	৭.০০	৩.০০	৭৫	০.০৫	৪.০০	২৫	০.০২			০০			০০
	উপ-মোট (রাজস্ব উপাদান)=			**২৩৬.৫০**	**২৩৬.৫০**	**১৪১.০০**		**১.৫১**	**৫৩.০০**		**০.৩৮**	**৩৯.৫০**		**০.৩৬**	**৩.০০**		**০.০৩**
খ) মূলধন																	
	ড্রেনেজ সিস্টেম ও খেলার মাঠ উন্নয়ন	স্কঃমিঃ	২১৫০০.০০	৪০৩.৫০	৪০৩.৫০	১৪৪.৮৪	৩০	১.১৭	২৫৮.৬৬	৭০	২.৭৪			০.০০			০.০০
	গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভি আই পি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ	স্কঃমিঃ	১২৩১৮.০০	২০৮৪.৯৯	২০৮৪.৯৯	২০৮৪.৯৯	১০০	২০.২২			০০			০০			০০
	মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	জব	১.০০	৬০৫.৫১	৬০৫.৫১	৬০৫.৫১	১০০	৫.৮৭			০০			০০			০০
	জেনারেল গ্যালারি	স্কঃমিঃ	৯৪০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১০০	১.২১			০০			০০			০০
	গ্রিন গ্যালারি নির্মাণ	স্কঃমিঃ	২৯৭৩.০০	২২০.০০	২২০.০০	২২০.০০	১০০	২.১৩			০০			০০			০০
	মাটি কাটা	কিউঃমিঃ	৩৩৪০৭.০০	৪০.৪৬	৪০.৪৬	৪০.৪৬	১০০	০.৩৯			০০			০০			০০
	আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন	জব	৪.০০	১৭০৪.০০	১৭০৪.০০	১৭০১.০০	১০০	১৬.৫৩	৩.০০		০০			০০			০০
	এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন বোর্ড স্থাপন	জব	১.০০	৭১০.৫০	৭১০.৫০	৬৭২.১৫	১০০	৬.৮৯	৩৮.৩৫		০০			০০			০০
	ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ	জব	১.০০	১৪৮.৩০	১৪৮.৩০	১৪৮.৩০	১০০	১.৪৪			০০			০০			০০
	বাউন্ডারি ওয়াল	স্কঃমিঃ	৯১৪.৬৩	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	১০০	০.৫৬			০০			০০			০০
	ইন্টারনাল																

	আরসিসি রোড নির্মাণ																
	ইন্টারনাল আরসিসি রোড নির্মাণ	স্কঃমিঃ	৩৫৩২.০০	৬৮.৩৫	৬৮.৩৫	৬৮.৩৫	১০০	০.৬৬			০০			০০			০০
	ইন্টারনাল আরসিসি রোড নির্মাণ	স্কঃমিঃ	১১১৫.০০	২৮.০৯	২৮.০৯			০০	২৮.০৯	১০০	০.২৭			০০			০০
	টিকেট কাউন্টার নির্মাণ	স্কঃমিঃ	৯৪৮.০০	৩৯.৯৮	৩৯.৯৮	৩৯.৯৮	১০০	০.৩৯			০০			০০			০০
	গ্যালারী ও বাহিরে নতুন টয়লেট নির্মাণ		৭.০০	৪০.০০	৪০.০০	৩৫.০০	৯০	০.৩৫	৫.০০	১০	০.০৪			০০			০০
	বিদ্যুৎ ও পানি সরবারাহ ব্যবস্থাসহ প্রত্যেক গ্যালারিতে ফুড কোর্ট স্থাপন		১০.০০	১৭.৯৩	১৭.৯৩	১৭.০০	১০০	০.১৭	০.৯৩		০০			০০			০০
	মেইন গেইট ও গার্ড সেড নির্মাণ		৪.০০	৫৭.৩৮	৫৭.৩৮	৩০.৬২	১০০	০.৫৬	২৬.৭৬		০০			০০			০০
	স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাহিরে সৌন্দর্য বর্ধন কাজ	জব	১.০০	১৪৫.১৭	১৪৫.১৭	৬০.৫০	৪০	০.৫৬	৮৪.৬৭	৬০	০.৮৪			০০			০০
	ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন		১৬.০০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	১০০	০.২৪			০০			০০			০০
	বাহিরের কার পার্ক ও অন্যান্য এরিয়ার উন্নয়ন	জব	১.০০	১৪৮.০০	১৪৮.০০	১৪৮.০০	১০০	১.৪৪			০০			০০			০০
	স্লোপ প্রোটেকশন কাজ																
	স্লোপ প্রোটেকশন কাজ (দক্ষিন ও পশ্চিম)	স্কঃমিঃ	১৪৫০.০০	২৭.০০	২৭.০০	২৫.০০	১০০	.২৬	২.০০		০০			০০			০০
	স্লোপ প্রোটেকশন কাজ (দক্ষিন ও পশ্চিম)	স্কঃমিঃ	১০৯৬.০০	২৩.৬৪	২৩.৬৪			০০	২৩.৬৪	১০০	০.২৩			০০			০০
	শেডসহ ইস্টার্ন গ্যালারী (২য়	স্কঃমিঃ	৮৭৪৬.০০	১৭৭০.০৯	১৭৭০.০৯	৬.৮০	১	০.১৭	১৭৯.২৪	১১	১.৮৯	১৫০০.০০	৮৫	১৪.৫৯	৮৪.০৫	৩	০.৫১

	পর্যায়) নির্মাণ																
	এপ্রোচ রাস্তা প্রশস্তকরণ	জব	১.০০	১৪৬.০০	১৪৬.০০	১৪৬.০০	১০০	১.৪২			০০			০০			০০
	গ্যাস সংযোগ	জব	১.০০	৩.০০	৩.০০			০০	৩.০০	১০০	০.০৩			০০			০০
	আন্ডার গ্রাউন্ডে পানি রিজার্ভয়র নির্মাণ	গ্যালন	৪০০০০.০০	২৪.৪০	২৪.৪০			০০	২৪.৪০	১০০	০.২৩			০০			০০
	গ্রিণ গ্যালারি, দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ		৬১৫.০০	২৯৫.২০	২৯৫.২০			০০	২৯৫.২০	১০০	২.৮৬			০০			০০
	ফারনিচার সরবরাহ	লট	১.০০	২৮১.৮৮	২৮১.৮৮	২৪২.৭২	১০০	২.৭৩	৩৯.১৬		০০			০০			০০
	লিফট স্থাপন	প্রত্যেক	২.০০	৬৯.২০	৬৯.২০	৬৯.২০	১০০	০.৬৭	০০		০০			০০			০০
	গ্যালারি চেয়ার সরবরাহকরণ		১৮৮২৫.০০	৬৪৭.১৪	৬৪৭.১৪	৫৭৫.০৮	৯০	৫.৬৫	৭২.০৬	১০	০.৬৩			০০			০০
	গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট	লট	১.০০	৯৫.০৪	৯৫.০৪	৫০.০০	৬০	০.৫৫	৪৫.০৪	৪০	০.৩৭			০০			০০
	সাব-স্টেশন থেকে নতুন ড্রেসিং রুম এর বৈদ্যুতিক সংযোগ	লট	১.০০	১৮.২০	১৮.২০			০০	১৮.২০	১০০	০.১৮			০০			০০
	উপ-মোট			১০০৭০.০৫	১০০৭০.০৫	৭৩৩৯.০০		৭২.২৪	১১৪৭.০০		১০.৩১	১৫০০.০০		১৪.৫৯	৮৪.০৫		০.৫১
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	এল এস	-	৫.০০	৫.০০										৫.০০	১০০	০.০৫
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট			১০৩১১.৫৫	১০৩১১.৫৫	৭৪৮০.০০		৭৩.৭৬	১২০০.০০		১০.৬৯	১৫৩৯.৫০		১৪.৯৬	৯২.০৫		০.৬০

বছরভিত্তিক মোট প্রাক্কলন ও ব্যয়ের অনুকুলে রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় :

	রাজস্ব প্রাক্কলন			মূলধন প্রাক্কলন		
	বরাদ্দ	মোট রাজস্বের %	মোট প্রকল্প ব্যয়ের %	বরাদ্দ	মোট মূলধনের %	মোট প্রকল্প ব্যয়ের %
বছর ১	১৪২.০০	৬০.০৪	১.৩৮	৭৩৩৯.০০	৭২.৮৮	৭১.১৭
বছর ২	৫৩.০০	২২.৪১	০.৫১	১১৪৭.০০	১১.৩৯	১১.১২
বছর ৩	৩৯.৫০	১৬.৭০	০.৩৮	১৫০০.০০	১৪.৯০	১৪.৫৫
বছর ৪	৩.০০	১.২৭	০.০৩	৮৪.০৫	০.৮৩	০.৮২
মোট	২৩৭.৫০			১০০৭০.০৫		
	মোট রাজস্ব প্রাক্কলন			২৩৬.৫০		
	মোট মূলধন প্রাক্কলন			১০,০৭০.০৫		
	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			৫.০০		
	মোট প্রকল্প ব্যয়			১০,৩১১.৫৫		

সারণী ১০ পরীক্ষণে দেখা যায়, প্রথম বছরে রাজস্ব খাতে ৬০.০৪%, দ্বিতীয় বছরে ২২.৪১%, তৃতীয় বছরে ১৬.৭০% এবং চতুর্থ বছরে ১.২৭% ব্যয়িত হয়েছে। মূল ডিপিপিতে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমান দেখানো ছিল ১৭৯.৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হলেও রাজস্ব খাতে কোন পৃথক অর্থায়নের হিসাব নাই। সেক্ষেত্রে মূল প্রাক্কলনে রাজস্ব খাতের প্রাক্কলনে কোন পরিবর্তন না এনে প্রথম ৩ বছরে ২৩৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যয় পরিকল্পনার পরিপন্থি। অপরদিকে মূলধন খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৩৯৪.৪৩ লক্ষ টাকা যা, সংশোধনের মাধ্যমে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০,০৭০.০৫ টাকা। সংশোধন করা হয়েছে ২০১৬ সালে। সে হিসাবে প্রথম ৩ বছরে মূলধন খাতে মোট ৮৩৯৪.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে ব্যয় ৯,৯৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় এর প্রশ্নসাপেক্ষ।

১.৭ কর্মপরিকল্পনা

সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত কাজ সমুহ সম্পন্ন করা হয়েছে :

(মূল্য লক্ষ টাকায় দেখানো হলো)

ক্রমিক	কাজের নাম	প্রাক্কলিত দর (লক্ষ টাকা)	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিশোধিত বিল	বৃদ্ধি/হ্রাসের হার	বাস্তবায়ন সময়কাল
১।	স্কোর বোর্ড এবং পিএ সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	৭১০.৫০	৭০৪.৩৩	৬৯৮.৩০	(০.৮৫%)	৭ মাস
২।	স্টেডিয়ামের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড নির্মাণ কাজ	২০৮৪.৯৯	২০৭৯.৬৬	২০৬৯.০০	(০.৫১%)	৭ মাস
৩।	২০০০ কেভি সাব স্টেশনসহ ফ্লাডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	১৭০৪.০০	১৭০২.২৬	১৭০১.০৪	(০.১৭%)	৭ মাস
৪।	১৬ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারী, ইনডোর অনুশীলন মাঠ, সীমানা প্রাচীর, অব্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা, টয়লেট ব্লক, ফুড কোর্ট, মূল প্রবেশ দ্বার নির্মান ও বিদ্যমান গ্যালারীর মেরামত।	১৬৬৭.২৭	১০২৬.৮১	৯৭১.৯৯	(৪১%)	৭ মাস
৫।	প্যাভিলিয়ন ভবনকে আন্তর্জাতিক মানের মিডিয়া সেন্টারে রূপান্তর	৬০৫.৫১	৫১৭.৭২	৫১৩.৬৫	(১৫.১৭%)	৭ মাস
৬।	আরসিসি স্লোপ প্রটেকশন, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, গাইড ওয়াল, নামাজের রূম, অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ	৫৪০.৪৯	৪০৯.৫৫	৪০৯.৫৪	(২৪.২৩%)	৫ মাস
৭।	গ্যালারীর উপরে মেমব্রেন শেড নির্মাণ	৩৭৪.৯৬	২৮৬.৮২	২৮৬.৬৫	(২৩.৫৫%)	২ মাস
৮।	গ্যালারীর উপরে ষ্টিলের শেড নির্মাণ	৩৭৩.৭৬	৩৮২.৯৯	৩৮৩.৯৯	(২.৭৩%)	৩০ মাস
৯।	ড্রেইনেজ সিস্টেম	৪০৩.৫০	৩৯৬.৪৮	৩৯৬.৪৫	(১.৭৫%)	১২ মাস

১.৮ ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম

সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের আইটেমসমূহ এবং আইটেমওয়ারী ক্রয় কার্যক্রমঃ (আরডিপিপি অনুযায়ী)। এ কাজে রাজস্ব খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬.৫০ লক্ষ টাকা, মূলধন খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০৭০.০৫ লক্ষ টাকা এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সির পরিমান থোক ৫ লক্ষ টাকা। শতকরা হারে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমান ২.২৯%, মূলধন ব্যয়ের পরিমান ৯৭.৬৬% এবং বাকি কনটিনজেন্সি খাতের ব্যয়।

সারণী – ৩: সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী ডিপিপি'র আইটেম অনুযায়ী ব্যয় বিবরণী

ক্রঃ নঃ	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫
(ক) রাজস্বঃ				
১.	৪৮৭৪	পরামর্শক ফি (জরিপ, ডিজাইন, ড্রইং, সুপারভিশন)	২৪ জন মাস	১৫০.০০
২.	৪৮৪৮	স্টেশনারি, প্রকল্প প্রণয়ন, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, আনুষাঙ্গিক, ফটোকপি মেশিন	থোক	৬.০০
৩.	৪৮৩৩	দরপত্র প্রণয়ন, বিজ্ঞাপন বিল	থোক	৪.০০
৪.	৪৮৮৩	বিভিন্ন কমিটির সম্মানী ও আপ্যায়ন	থোক	৫.০০
৫.	৪৮৪৬	ভাড়ায় গাড়ী	থোক	৫.৫০
৬.	৪৯৩১	বিদ্যমান গ্যালারির সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	২৫.০০
৭.	৪৯৩১	কাঁটা তারের বেড়া ও অভ্যন্তরীন রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	২৫.০০
৮.	৪৯৩১	গ্যালারি টয়লেটের সংস্কার ও মেরামত	থোক	৯.০০
৯.	৪৯৩১	ডিপ – টিউবওয়েল এর সংস্কার ও মেরামত	থোক	৭.০০
		উপমোট রাজস্ব=	-	২৩৬.৫০
(খ) মূলধনঃ				
১০.	৭০১৬	ড্রেনেজ সিস্টেম ও খেলার মাঠ উন্নয়ন	২১৫০০ বঃমিঃ	৪০৩.৫০
১১.	৭০১৬	গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভি আই পি ও হসপিটালিটি এরিয়া)	১২৩১৮ বঃমিঃ	২০৮৪.৯৯
১২.	৭০১৬	মিডিয়া সেন্টার	থোক	৬০৫.৫১
১৩.	৭০১৬	সাধারণ গ্যালারি (১৬ স্টেপ)	৯৪০ বঃমিঃ	১২৫.০০
১৪.	৭০১৬	গ্রিন গ্যালারি	২৯৭৩ বঃমিঃ	২২০.০০
১৫.	৭০০১	ভূমি কাটা	৩৩৪০৭ ঘঃমিঃ	৪০.৪৬
১৬.	৭০৫৬	আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন	থোক	১৭০৪.০০
১৭.	৭০৫৬	ইলেকট্রিক স্কোর বোর্ডসহ এলইডি জায়েন্ট স্ক্রিন সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশন	থোক	৭১০.৫০
১৮.	৭০১৬	ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড (১৬০ x ৪৬) ফুট	থোক	১৪৮.৩০
১৯.	৭০১৬	আরসিসি বাউন্ডারি ওয়াল ও বারহেড ফেন্সিং	৯১৪ বঃমিঃ	৫৮.০০
২০.	৭০১৬	অভ্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা	৩৫৩২ বঃমিঃ	৬৮.৩৫
২১.	৭০১৬	অভ্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা	১১১৫ বঃমিঃ	২৮.০৯
২২.	৭০১৬	টিকেট কাউন্টার নির্মাণ	৯৪৮ বঃমিঃ	৩৯.৯৮
২৩.	৭০১৬	৫০ জিন খেলোয়াড়ের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ডরমেটরী	-	-
২৪.	৭০১৬	গ্যালারির নিচে নতুন টয়লেট নির্মাণ কাজ	৭ টি	৪০.০০
২৫.	৭০১৬	বিদ্যুৎ ও পানি সরবারাহ সুবিধাসহ প্রত্যেক গ্যালারি ব্লকে ফুড কোর্ট নির্মাণ	১০ টি	১৭.৯৩
২৬.	৭০১৬	মেইন গেইট ও গার্ড রুম নির্মাণ	৪ টি	৫৭.৩৮
২৭.	৭০১৬	স্টেডিয়াম ভিতরের ও বাহিরের সৌন্দর্য বর্ধন	থোক	১৪৫.১৭

		কাজ ও সাইনেজ		
২৮.	৭০১৬	ক্যামেরা স্ট্যান্ড	১৬ টি	২৪.৫০
২৯.	৭০১৬	আউট ডোর কার পার্ক ও উন্নয়ন	থোক	১৪৮.০০
৩০.	৭০১৬	স্লোপ প্রোটেকশন কাজ (দক্ষিণ ও পশ্চিম)	১৪৫০ বঃমিঃ	২৭.০০
		স্লোপ প্রোটেকশন কাজ (পূর্ব ও পশ্চিম)	১০৯৬ বঃমিঃ	২৩.৬৪
৩১.	৭০১৬	সেডসহ পূর্ব গ্যালারির কাজ (২য় ধাপ)	৮৭৪৬ বঃমিঃ	১৭৭১.০০
৩২.	৭০১৬	এপ্রোচ রাস্তা প্রস্তুতকরণ	থোক	১৪৬.০০
৩৩.	৭০১৬	গ্যাস সংযোগ	থোক	৩.০০
৩৪.	৭০১৬	আন্ডার গ্রাউন্ডে পানি রিজারভার নির্মাণ কাজ	৪০০০০ গ্যালন	২৪.০০
৩৫.	৭০১৬	রিটেনিং ওয়াল (গ্রিণ গ্যালারি, দক্ষিণ ও পূর্ব দিক)	৬১৫ আরএফটি	২৯৫.২০
৩৬.	৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	২৮১.৮৮
৩৭.	৬৮১৩	লিফট সরবারহ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশন	২ টি	৬৯.২০
৩৮.	৬৮২১	গ্যালারি চেয়ার	১৮৮২৫ টি	৬৪৭.১৪
৩৯.	৬৮১৩	গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট	থোক	৯৫.০৪
৪০.	৭০৫৬	সাব-স্টেশন থেকে নতুন ড্রেসিং রুম এর বৈদ্যুতক সংযোগ	-	১৮.২০
		উপমোট মূলধন =	-	১০০৭০.০৫
		ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	৫.০০
		মোট প্রকল্প ব্যয়=	-	১০৩১১.৫৫

১.৯ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (লগ-ফ্রেম)

সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল এবং ডিপিপি ও পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হলো।

সারণী – ৪: লগফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা	মন্তব্য
আই সি সি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সহ সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রুপান্তর।	আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আয়োজক দেশ হিসেবে আই সি সি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ আয়োজনের জন্য সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ম্যাচ আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
আউটপুটঃ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট/ম্যাচ এবং আই সি সি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ আয়োজনের জন্য উপযোগী করে তৈরী করা।		
ড্রেইনেজ সিস্টেম ও খেলার মাঠ উন্নয়ন	**পিসিআরের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ** ড্রেইনেজ সিস্টেম ও খেলার মাঠ উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের করে তৈরী করে সম্পন্ন করা হয়েছে।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভি আই পি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ	**পিসিআরের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ** গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভি আই পি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৪ তলা বিশিষ্ট মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	**পিসিআরের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ** ৪ তলা বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের মিডিয়া সেন্টার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে একই সাথে ১২০ জন সাংবাদিক বসে কাজ করতে পারে।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
গ্রীণ গ্যালারী নির্মাণ	**সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীঃ** গ্রীণ গ্যালারীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও এর অবকাঠামোগত দূর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং খাড়া ভাবে তৈরী করা হয়েছে যার ফলে দর্শকদের চলাফেরায় অসুবিধা হয়।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তবে এতে নির্মাণগত ত্রুটি রয়েছে।
গ্যালারী চেয়ার সরবরাহ করণ	**পিসিআরের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ** ১৮৮২৫ টি নতুন চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে।	মূল প্রাক্কলনের তুলনায় চেয়ারের সংখ্যা ৩৭৭৫ টি কম
আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন	**সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীঃ** ৪ টি আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন করা সম্পন্ন হয়েছে।	প্রাক্কলন অনুযায়ী স্থাপন করা হয়েছে।
এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন বোর্ড স্থাপন	**সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীঃ** ১ টি আধুনিক মানের এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন বোর্ড স্থাপন করা সম্পন্ন করা হয়েছে।	প্রাক্কলন অনুযায়ী স্থাপন করা হয়েছে।
বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	**দলীয় আলোচনার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ** বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
মেইন গেইট ও গার্ড রুম	**দলীয় আলোচনা ও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীঃ** নান্দনিক সুন্দর মেইন গেট ও গার্ড রুম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
ইনডোর প্রাকটিস গ্রাউন্ড	**পিসিআরের প্রাপ্ত তথ্য ও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীঃ** ৬৮৮ স্কয়ার মিটার আয়তনের একটি ইনডোর প্রাকটিস গ্রাউন্ড	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

	নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একসাথে একটির বেশি দল প্রাকটিস করতে পারে না।	
গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্টস	**পিসিআরের প্রাপ্ত তথ্য ও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীঃ** গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট হিসেবে একটি উইকেট রোলার, সুপার সোপার এবং পিচ কাভার সরবরাহ করা হয়েছে, তবে মোয়ার মেশিন সরবরাহ করা হয়নি।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
ক্যামেরা স্ট্যান্ড	**ডিপিপি ও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীঃ** ১৬ টি ক্যামেরা স্ট্যান্ড বসানো হয়েছে।	প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১.৯.১ টেকসইকরণ পরিকল্পনাঃ

"সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি যেহেতু একটি নির্মাণধর্মী প্রকল্প, তাই এর টেকসইকরণ নির্ভর করে মূলত নির্মিত সকল অবকাঠামো, মাঠের ঘাস, সেন্ট্রাল পিচ সহ অন্যান্য পিচসমূহের নিয়মিত সঠিক পরিচর্যা এবং এসব কাজ করার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ ও নির্মিত স্থাপনা ও সরবরাহকৃত দ্রব্যসমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা। কোন নির্মিত প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বতা নির্ভর করে উক্ত নির্মাণের ব্যবহার, যত্ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষনিক মেরামত বা হালনাগাদ করণের উপর। এ প্রকল্পটি টেকসইকরণের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ঘরোয়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা। এর ফলে একদিকে যেমন নিয়মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত সম্ভব হবে, অপরদিকে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজনের ফলে স্টেডিয়ামের টেকসইয়ের জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কাজ করা যাবে।

স্টেডিয়ামটির নির্মাণকাজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাস্তবায়ন করলেও এর ব্যবহার করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা। নির্মাণের পর এখানে খেলাধুলার আয়োজন দুটি সংস্থার হাতে ন্যাস্ত। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলাপ করে জানা যায়, ইতোমধ্যেই এ স্টেডিয়ামে বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের আইসিসি, বিসিবি এবং দেশী-বিদেশী ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে প্রতীয়মান যে, স্টেডিয়ামটির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথ।

ডিপিপি'র বর্ণনা অনুযায়ী এ স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক কোন জনবলের সংস্থান রাখা হয় নাই। সেখানে বলা হয়েছে, প্রকল্প সমাপ্তির পর ইহা রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে। ডিপিপি'র বর্ণনা অনুযায়ী স্টেডিয়ামটি জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা স্টেডিয়ামের পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে এ স্টেডিয়ামের পরিচালন, ব্যবহার এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিবি) এর হাতে ন্যাস্ত এবং এর আয় মূলতঃ বিসিসিবি এবং সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার হাতে যাচ্ছে।

ডিপিপি'র বর্ণনা অনুযায়ী স্টেডিয়ামের পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের তরফ হতে বিভিন্ন সময় অনুদান সংগ্রহ করার কথা। কিন্তু স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করার জন্য দায়িত্ব নির্ধারিত না থাকায় বাস্তবে এখানে সুনির্দিষ্ট টেকসই পরিকল্পনা রয়েছে তা' বলা যায় না। তবে, রাজস্ব খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ, সরকারী অনুদান এবং বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত টুর্ণামেন্ট হতে প্রাপ্ত আয় স্টেডিয়ামের টেকসইকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি

২.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধিঃ

নিম্নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও আইএমইডি প্রদত্ত টিওআর বর্ণনা করা হলোঃ

১. ডিপিপি'তে বর্ণিত প্রকল্পের সামগ্রিক কাজ পরিচালনার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত জনবল, যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন প্রকার সংগ্রহ বিধি ও ডিপিপি'র বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে করেছে কি না তা' সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হবে;

২. প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বিধি সম্মত উপায়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কি না, উপযুক্ত ঠিকাদার কার্যাদেশ পেয়েছেন কি না, কাজের মান সন্তোষজনক কি না এবং নির্মাণ কাজে উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা' রেকর্ড পরীক্ষা, নির্মাণ সামগ্রী ও নির্মিত স্থাপনা পরীক্ষা করে তা যাচাই করা হবে;

৩. প্রকল্প এলাকা সিলেট জেলা সদরে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণের ফলে খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মাণ/রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রম আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না তা যাচাই করা হবে;

৪. প্রকল্পের আওতায় দ্বিতল প্যাভেলিয়নকে মিডিয়া সেন্টারে রুপান্তর করা ও ২য় থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা, মিডিয়া সেন্টারটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রেসবক্স ব্রডকাস্টিং রুম, টিভি প্রডাকশন রুম, ফটো জার্নালিস্টল রুম, মিডিয়া ম্যানেজার রুম, মিডিয়া ডাইনিং রুম, টিভি কমেন্ট্রি রুম, ইলেক্ট্রনিক স্কোর বোর্ড অপারেটর রুম ইত্যাদি এবং এতদসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যথাযথভাবে হয়েছে কি-না যাচাই করা হবে;

৫. প্রকল্পের আওতায় ইনডোর প্রাকটিস গ্রাউন্ড, গ্রীন গ্যালারী, ক্যামেরাস্ট্যান্ড ও গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ, ওয়াটার রিজার্ভর যথাযথভাবে হয়েছে কি-না যাচাই করা হবে;

৬. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনে কি ধরনের প্রভাব (ইতিবাচক/নেতিবাচক) পড়েছে তা পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদান করা হবে;

৭. SWOT Analysis এর মাধ্যমে প্রকল্পের সফলতা, দুর্বলতা, সুবিধা ও ঝুঁকি পরীক্ষা করা হবে। দুর্বলতা (যদি থাকে) প্রকল্পের কাংখিত সুফলকে কতটা ব্যহত করবে, এর কারণ কি এবং কিভাবে দুর্বলতা দুর করা যায় এবং ঝুঁকি সৃষ্টির কারন অনুসন্ধান ও তা' দুর করার উপায় আলোচিত হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সুপারিশ প্রদান করবে;

৮. উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের জন্য জে স্কাই প্রতিবেদনে বর্ণিত Methodology, কর্ম পরিকল্পনা অনুসরণ করবে।

২.২ এলাকা নির্বাচনঃ

সমীক্ষার নমুনা এলাকাঃ প্রকল্প এলাকাঃ লাক্কাতুরা মৌজা, সদর উপজেলা, সিলেট
কন্ট্রোল এলাকাঃ ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা
তুলনা পর্যবেক্ষণঃ শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা।

২.৩ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণঃ

আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ করাই হলো প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সমীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রস্তাবিত সমীক্ষায় পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় পদ্ধতিতেই প্রকল্পের কর্ম এলাকা ও কন্ট্রোল এলাকা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকারভোগীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাঠামোগত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজ পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ পর্যবেক্ষণ, এফজিডি, মূল তথ্যদানকারীদের (কেআইআই) সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৩.১ পরিমাণগত সমীক্ষার নমুনায়ন (স্যাম্পলিং)

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

যেমন- ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন; গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ; মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ; জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ; গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ; আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন; এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোর বোর্ড স্থাপন; ২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ; ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন; গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ; আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভয়র নির্মাণ; পরামর্শক সেবা গ্রহণ; ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ; বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ কাঠামোগত প্রশ্নমালা ও অবসারবেশন চেকলিস্টের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পের কর্ম এলাকা ও কন্ট্রোল এলাকা হতে খানা পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালিত হবে।

সমীক্ষার নমুনা এলাকাঃ লাক্কাতুরা মৌজা, সদর উপজেলা, সিলেট।

সমীক্ষার উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীঃ
প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দা , প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দা, প্রকল্প এলাকায় ২০ টি ক্লাব (খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত) থেকে ৫ জন করে সদস্যকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হবে।

সমীক্ষার নমুনা রূপরেখাঃ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য একটি কার্যকরী নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জরিপের জন্য নমুনা কৌশলঃ

স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী নমুনা এলাকা ও জনগোষ্ঠী দৈব চয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সমীক্ষার নমুনা কাঠামো ও আকার নির্ণয় করা হয়েছে। একটি নির্ভুল সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সমীক্ষার মান নিশ্চিত করা হবে।

সমীক্ষার নমুনা (স্যাম্পল) এর আকারঃ

নিম্নে বর্ণিত পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (সূত্র) অবলম্বন করে এই জরিপের মোট ১০০০ নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

$$n = [\frac{z^2\, p(1-p)}{d^2}] \times \text{Design effect}$$

যেখানে n= প্রত্যাশিত নমুনার আকার

z= প্রমান পরিমিত চলক ৯৫% আস্থার মাত্রায় উহার মান ১.৯৬, আনুপাতিক লক্ষমাত্রা হলো p, যেখানে p=.৫০ অর্থাৎ ৫০% খানার লোকজন উপকারভোগী হবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে। d হলো যাথার্থতার মাত্রা, d যখন উচ্চ মাত্রার হবে তখন নমুনার আকার ছোট হবে। আবার d যখন নিম্ন মাত্রার হবে তখন নমুনার আকার বড় হবে। যাথার্থতার মাত্রাটি শতকরা (.০৫) পাঁচ ভাগ বিবেচিত হবে। i.e d=.০৫

ডিজাইন এফেক্ট/প্রভাব বিবেচিত হবে ১.৫ ।

উপরোক্ত সূত্র ব্যবহার করে নমুনার আকার n= ৫৭৬ হয় ; প্রকল্প এলাকার উপজেলা হতে ৬০০ নমুনা খানা নির্বাচন করা হয় । কন্ট্রোল নমুনা নির্বাচন করা হয় ৩০০ টি খানা । প্রতিটি খানা হতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাক্তি সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হবে ।

<u>যুবক ক্লাবের জন্য নমুনায়ন পদ্ধতি</u>

খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য প্রকল্প এলাকা থেকে ২০ টি যুবক ক্লাব (ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ইত্যাদি) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নির্বাচন করা হবে । প্রকল্প উপজেলার প্রতিটি নির্বাচিত ক্লাব থেকে ৫ জন সদস্যকে এই সমীক্ষার সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হবে । উপজেলা কার্যালয় থেকে ক্লাব গুলোর তালিকা নেয়া হবে।

সারণী -৫: প্রকল্প এলাকা এবং কন্ট্রোল এলাকার ক্লাব এবং উত্তরদাতার নমুনা বিভাজন

	ক্লাস্টার সংখ্যা	নমুনা খানার সংখ্যা		নমুনা ক্লাব সংখ্যা	
		খানার সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	ক্লাব সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা (প্রতি ক্লাব থেকে ৫ জন)
সিলেট সদর উপজেলা (প্রকল্প এলাকা)	১২	৬০০	৬০০	২০	১০০
ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা (কন্ট্রোল এলাকা)	১২	৩০০	৩০০	-	-
মোট	২৪	৯০০	৯০০	২০	১০০

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ/অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ/ সমীক্ষা এর আকারঃ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের জন্য সমগ্র প্রকল্প এলাকার (টিওআর অনুযায়ী) অবকাঠামো পর্যবেক্ষণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করবে।

সারণী ৬: প্রকল্পের অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ এবং গুণগত মান পরীক্ষার নমুনা বিন্যাস

বর্ণনা	পর্যবেক্ষণ এবং গুণগত মান পরীক্ষার নমুনা বিন্যাস
গুণগত মান পরীক্ষা	(ক) ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন (খ) গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ (গ) মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ (ঘ) জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ (ঙ) গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ (চ) আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন (ছ) এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোর বোর্ড স্থাপন (জ) ২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ (ঝ) ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন (ঞ) গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ (ট) আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভর নির্মাণ (ঠ) পরামর্শক সেবা গ্রহণ (ড) ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ (ঢ) বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ

২.৩.২ গুণগত নিবিড় সাক্ষাৎকার নমুনায়নঃ

নিবিড় সাক্ষাৎকার/অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিচের পদ্ধতি সমূহ ব্যাবহার করা হবেঃ

- **সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনাঃ** সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র/ রিপোর্ট বিশেষ করে প্রকল্প দলিল, পিসিআর, ক্রয় সম্পর্কিত রেকর্ড, বাস্তবায়ন ও গবেষণা রিপোর্ট বিভিন্ন সংস্থার পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে;
- **প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ** জাতীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায় হতে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত (এনএসসি কর্মকর্তা, বিসিবি কর্মকর্তা, ডিএসএ কর্মকর্তা, যুবক ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ) এমন ৬০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে ;
- **দলীয় আলোচনা (এফজিডিঃ)** কী-অফিসিয়াল, জন প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, যুবক, স্থানীয় বাসিন্দা, খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত এমন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর (মহিলা ও পুরুষ), এবং অন্যান্য সেবাপ্রদানকারীগণের সমন্বয়ে শুধুমাত্র প্রকল্প এলাকায় ৪টি এফজিডি আয়োজন করা হয়েছে;
- **সরেজমিনে পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রতিটি কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

- প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের পর্যালোচনাঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় অথবা প্রকল্প অফিস এ পর্যালোচনা করে দেখা হবে। টেন্ডার আহবান, টেন্ডার খোলা, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬/ পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কী-না তা যাচাই করে দেখা হয়েছে।
- **স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাঃ** স্থানীয় পর্যায়ে একটি নির্ধারিত স্থানে ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে ১ টি কর্মশালা হবে, সেখানে অংশগ্রহণকারীগণ সরাসরি নিজ নিজ মন্তব্য, মতামত জানাতে পারবেন।
- **জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালাঃ** আইএমইডি'র পৃষ্ঠপোষকতায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ কর্মশালায় প্রণীত মতামত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করে পরবর্তীতে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হবে।

২.৪ সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজটিকে ৪ পর্বে ভাগ করা হয়েছে। ১. প্রস্তুতি পর্ব, ২. তথ্য সংগ্রহ, ৩. তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ৪. প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন। এই সকল পর্বে নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করা হয়েছে।

- **বিদ্যমান রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনাঃ** PP, PCR, ক্রয় সম্পর্কিত বিধিবিধান, আইএমইডি মনিটরিং রিপোর্ট, প্রকল্পের প্রগ্রেস রিপোর্ট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (যদি থাকে) সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- **তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকরণাদি প্রণয়নঃ** সমীক্ষার কাজে প্রকল্পের মাঠ পর্যায় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন উপকরণ যেমন, সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নপত্র, আলোচনার জন্য নির্দেশিকা, পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট ইত্যাদি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ, দক্ষ পরামর্শক দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের সময় এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং ঢাকার কোন কাছাকাছি জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশেষে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ এগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সমীক্ষার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বর্ণিত ৭ ধরনের খসড়া প্রশ্নমালা, নির্দেশিকা ও চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছেঃ

প্রশ্নমালা ১ সাধারণ উত্তরদাতার প্রশ্নপত্র
প্রশ্নমালা ২ সরেজমিনে প্রকল্পের অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
প্রশ্নমালা ৩ মূখ্য ব্যাক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নমালা (কে আই আই)
প্রশ্নমালা ৪ PD, DSA, BCB কর্মকর্তা
প্রশ্নমালা ৫ দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্নপত্র
প্রশ্নমালা ৬ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের চেকলিস্ট
প্রশ্নমালা ৭ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার জন্য গাইডলাইন

- **মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য স্টাফ নিয়োগঃ** সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সুপারভাইজ করা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইত্যাদি কাজে অভিজ্ঞ স্নাতক ডিগ্রিধারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বহু ছেলে মেয়ে এই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে তালিকাভূক্ত আছে যারা অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানেও এই ধরনের কাজ করেছে। এদের মধ্য হতে বাছাই করে ২ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার, ২ জন ফিল্ড সুপারভাইজার, ২ জন সিনিয়র সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং ১২ জন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের এই সমীক্ষা কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।
- **মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণঃ** সমীক্ষার কাজের জন্য মোট ১৮ জন তথ্য সংগ্রহকারীর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৫ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫ দিনের মধ্যে ২ দিন IMED'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর-৬ কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি ৩ দিন প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, প্রশ্নমালা, তথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ের

কর্মপদ্ধতি, সুপারভিশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, রোল প্লে ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং বাকি ১ দিন প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবে কাজ করার অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য কাছাকাছি কোন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং প্রণীত উপকরণসমূহ পরীক্ষা করে প্রয়োজনে সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে। জে স্কাই এর অভিজ্ঞ পরামর্শক বৃন্দ, IMED, ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তাবৃন্দ এই প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজ করেছেন।

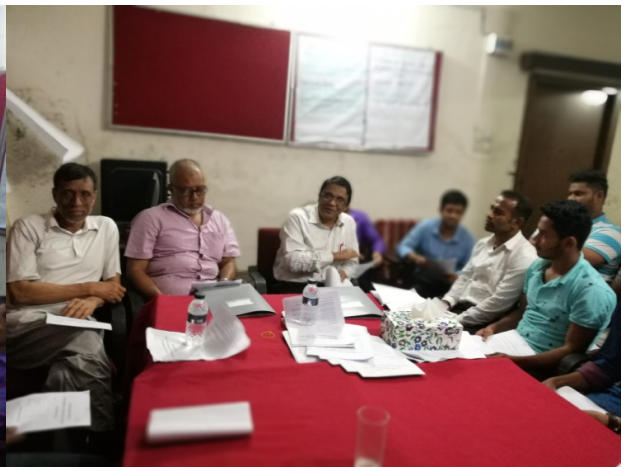

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ

- **তথ্য সংগ্রহের উপকরনাদি প্রি-টেস্ট করাঃ** মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের যেসব উপকরণ (প্রশ্নমালা, নির্দেশিকা, চেকলিস্ট) তৈরি করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবে ব্যবহার করার আগে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের দ্বারা প্রিটেস্ট করা হয়েছে; যাতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ প্রশ্ন উপস্থাপন করা, উত্তর লিপিবদ্ধ করা, ভাষাগত এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোন বিষয়ে সমস্যায় না পড়েন। এছাড়া এ বিষয়ে আইএমইডি এর স্টিয়ারিং কমিটির মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এইভাবে প্রয়োজন হলে পরিবর্তন সহ উপকরণগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- **তথ্য সংগ্রহঃ** প্রশিক্ষণ শেষে সকল মাঠ কর্মীকে তাদের নিজ নিজ কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রিফ করা হবে এবং তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প এবং কন্ট্রোল এলাকা হতে সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠকর্মীঃ

- ✓ বাড়ি/খানা পর্যায়ে মোট ২১০ টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।
- ✓ বাড়ি/খানা পর্যায়ে মোট ৯০০ টি সাক্ষাৎকার নেয়ার মোট সময় ২১দিন (যাতায়াত ও ছুটি থাকবে ২ দিন এবং বাকি ১৯ দিন) তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রতি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রতিদিন ৪ টি করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।
- ✓ ১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার এর নেতৃত্বে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণকে ২ টি দলে ভাগ করা হয়েছে।
- ✓ প্রতি দলে ১ জন করে সিনিয়র সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী থাকবেন, যিনি নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, FGD পরিচালনা, এবং প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুণগত কাজের দায়িত্ব পালন করেছেন।

- ✓ প্রতি দলে ৮ জন করে মাঠকর্মী থাকবেন (১ জন সুপারভাইজার, ১ জন সিনিয়র সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং ৬ জন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী), ২ টি দলে মোট ১৬ জন মাঠকর্মী ছিল।
- ✓ ২ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার থাকবেন, যারা পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের গুণগত মান যাচাই করা হয়েছে।

- **তত্ত্বাবধান ও মান নিয়ন্ত্রণঃ** তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যের গুণগত মানের দিক বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের কাজ চলাকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের মধ্য হতে ২ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার হিসেবে (প্রত্যেকে ১ টি করে) দল পরিদর্শন ও মনিটরিং এবং সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান যাচাই করেছেন। এই সমীক্ষার দলনেতা, সমীক্ষা টিমের অন্যান্য পরামর্শকগণ, সমীক্ষা সমন্বয়কারী এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পরামর্শকগণ তথ্য সংগ্রহকারী দলের কাজ স্পট ভিজিটের মাধ্যমে মনিটর করে গৃহীত তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করেছেন। তদুপরি IMED কে তথ্য সংগ্রহের সফরসূচী অগ্রিম পাঠানো হয়েছে, যাতে IMED হতেও মনিটর করা সম্ভব হয়।
- **মাঠকর্মীদের কাজ তদারকিঃ** প্রকল্প এলাকায় ২ টি তথ্য সংগ্রাহক দল ছিল, প্রতি দলে ১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার দলের অন্যদের কাজ তদারকি করেছেন। এই সুপারভাইজার তথ্য সংগ্রহের পুরো সময়টা দলের সাথেই অবস্থান করেছেন এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং ঢাকায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছেন। এই কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাদান ও উপকরণের ছবি তুলে আনা হয়েছে। এ কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ যাতে সময়মত মানসম্মত কাজ শেষ করতে পারেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

২.৫ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, নমুনা বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

নিম্নবর্ণিত চার্টে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, নমুনা বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহের উপকরণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

সারণী – ৭ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, নমুনা বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	অভীষ্ট জনগোষ্ঠী	নমুনা এবং বিতরন	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ
ক. পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি			
খানা পর্যায়ে ব্যক্তিগত/ পরিমাণগত সাক্ষাৎকার	✓ প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দা ✓ প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দা ✓ প্রকল্প এলাকায় ২০ টি ক্লাব (খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত) থেকে ৫ জন করে সদস্যকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।	নমুনা আকারঃ ৬০০ ✓ প্রকল্প এলাকা থেকে ৪০০ জন ✓ প্রকল্প বহির্ভূত এলাকা থেকে ২০০ জন	এই সমীক্ষার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত এবং কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে।
খ. গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি			

প্রকল্প দলিল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা	আইএমইডি, এনএসসি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ যারা এই প্রকল্পের সাথে জড়িত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দপ্তরে যোগাযোগ	প্রকল্প প্রোফরমা PP, DPP, PCR, ক্রয় বিষয়ক নীতিমালা, IMED এর মনিটরিং রিপোর্ট, সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা, প্রোগ্রেস রিপোর্ট, গবেষণাপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।	এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
নিবিড় সাক্ষাৎকার	জাতীয়, জেলা, যুবক ও জেলার কোচ, বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ	প্রকল্প এলাকায় ও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রকল্প পরিচালক সহ ২৪ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।	এই সমীক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রণীত ও পরীক্ষিত নিবিড় প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে।
দলীয় আলোচনা	কী-অফিসিয়াল, পাবলিক রিপেজেন্টেটিভ, স্থানীয় প্রশাসন, যুবক, স্থানীয় বাসিন্দা, খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত এমন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ, অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর (মহিলা ও পুরুষ), এবং অন্যান্য সেবাপ্রদানকারীগণ	✓ শুধুমাত্র প্রকল্প এলাকায় ৩টি এফজিডি আয়োজন করা হয়েছে ✓ প্রতি এফজিডিতে ৮-১২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ৪-৬ জন যুবক যারা খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত	এই সমীক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রণীত নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়েছে।
সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হবে ✓ ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন ✓ গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ ✓ মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ ✓ জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ ✓ গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ ✓ আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন ✓ এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোর বোর্ড স্থাপন ✓ ২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ ✓ ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন ✓ গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ ✓ আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভয়র নির্মাণ ✓ পরামর্শক সেবা গ্রহণ ✓ ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ	✓ প্রতিটি বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।	এই সমীক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রণীত চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

	✓ বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ		
প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের পর্যালোচনা	প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য, কাজ, সেবা, সংগ্রহ/ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধিবিধান ও নীতিমালা যাচাই করে দেখা হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর অথবা প্রকল্প অফিস এ (যদি থাকে) পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির অর্থ ইত্যাদি পিপিএ ২০০৬/ পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়েছে।	ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য বিশেষভাবে প্রণীত ক্রয় সম্পর্কিত চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।
স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	কী-অফিসিয়াল, পাবলিক রিপেজেন্টেটিভ, স্থানীয় প্রশাসন, যুবক, স্থানীয় বাসিন্দা, খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত এমন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ, অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর (মহিলা ও পুরুষ), এবং অন্যান্য সেবাপ্রদানকারীগণ।	স্থানীয় পর্যায়ে একটি নির্ধারিত স্থানে ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে ১ টি কর্মশালা হবে, সেখানে অংশগ্রহণকারীগণ সরাসরি নিজ নিজ মন্তব্য, মতামত জানাতে পারবেন।	কর্মশালার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ও গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা

প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা ও প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ডিপিপি পর্যালোচনা, পিসিআর পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত নথিপত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকল্পের পরিচিতি, বরাদ্দ ও ব্যয়, বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

ক) প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয়ঃ প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় নিম্নে উপস্থাপিত করা হলোঃ

সারণী-৮: বছরভিত্তিক মূল প্রকল্প ও সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত বরাদ্দ বিবরণী

অর্থ বছর	প্রকল্পের সংস্করণ	অনুমোদিত/সংশোধিত ব্যয়				
		জিওবি	আরপিএ		ডিপিএ	মোট
			জিওবি	বিশেষ হিসাব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বছর-১ (২০১৩-২০১৪)	১ম সংশোধিত	৭৪৮০.০০ (-)	-	-	-	৭৪৮০.০০ (-)
	মূল	৮৭৪২.৪৮ (-)	-	-	-	৮৭৪২.৪৮ (-)
বছর-২ (২০১৪-২০১৫)	১ম সংশোধিত	১২০০.০০ (-)				১২০০.০০ (-)
	মূল	- (-)				- (-)
বছর-৩ (২০১৫-২০১৬)	১ম সংশোধিত	১৫৩৯.৫০ (-)				১৫৩৯.৫০ (-)
	মূল	- (-)				- (-)
বছর-৪ (২০১৬-২০১৭)	১ম সংশোধিত	৯২.০৫ (-)				৯২.০৫ (-)
	মূল	- (-)				- (-)
সর্বমোট	১ম সংশোধিত	১০৩১১.৫৫ (-)	-	-	-	১০৩১১.৫৫ (-)
	মূল	৮৭৪২.৪৮ (-)	-	-	-	৮৭৪২.৪৮ (-)

(তথ্য সূত্রঃ আর ডিপিপি, ০৫.০৪.২০১৬)

প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

সারণী – ৯: বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

বাজেট	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্য				বছর - ১ (২০১৩-২০১৪)			বছর -২ (২০১৪-২০১৫)			বছর - ৩ (২০১৫-২০১৬)			বছর - ৪ (২০১৬-২০১৭)		
		একক	পরিঃ	একক মূল্য	মোট মূল্য	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প	আর্থিক	বাস্তব %	% প্রকল্প
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ক) রাজস্ব																	
	কনসালটেন্সি ফি	মাস	২৪.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১১৩.০০	৭৫	১.০৯	৭.০০	৫	০.০৭	৩০.০০	২০	০.২৯			০০
	ষ্টেশনারী	থোক		৬.০০	৬.০০	১.০০	২০	০.০১	৪.০০	৭০	০.০৪	১.০০	১০	০.০১			০০
	টেন্ডার আহ্বান, বিজ্ঞাপন বিল	থোক		৪.০০	৪.০০	২.০০	৫০	০.০২	১.০০	২৫	০.০১	১.০০	২৫	০.০১			০০
	বিভিন্ন সভার সম্মানী ও অন্যান্য বিনোদন	থোক		৫.০০	৫.০০	১.০০	২০	০.০১	৪.০০	৮০	০.০৪			০.০০			০০
	পরিদর্শন যানের ভাড়া	থোক		৫.৫০	৫.৫০			-			০.০০	২.৫০	৪০	০.০২	৩.০০	৬০	০.০৩
	বিদ্যমান গ্যালারীর রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	থোক		২৫.০০	২৫.০০	১০.০০	৭৫	০.১৮	১৫.০০	২৫	০.০৬			০.০০			০.০০
	বিদ্যমান গ্যালারীর বেড়া ও অভ্যন্তরীন রাস্তার রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	থোক		২৫.০০	২৫.০০	৮.০০	৩৫	০.০৮	১২.০০	৫০	০.১২	৫.০০	১৫	০.০৪	।		০০

	বিদ্যমান গ্যালারীর টয়লেটের রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	থোক		৯.০০	৯.০০	৩.০০	৭৫	০.০৭	৬.০০	২৫	০.০২			০০			০০
	বিদ্যমান ডিপ – টিউবওয়েল রিপেয়ার ও রিনোভেশন	থোক		৭.০০	৭.০০	৩.০০	৭৫	০.০৫	৪.০০	২৫	০.০২			০০			০০
	উপ-মোট (রাজস্ব উপাদান)=			**২৩৬.৫০**	**২৩৬.৫০**	**১৪১.০০**		**১.৫১**	**৫৩.০০**		**০.৩৮**	**৩৯.৫০**		**০.৩৬**	**৩.০০**		**০.০৩**
খ) মূলধন																	
	ড্রেনেজ সিস্টেম ও খেলার মাঠ উন্নয়ন	স্কঃমিঃ	২১৫০০.০০	৪০৩.৫০	৪০৩.৫০	১৪৪.৮৪	৩০	১.১৭	২৫৮.৬৬	৭০	২.৭৪			০.০০			০.০০
	গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভি আই পি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ	স্কঃমিঃ	১২৩১৮.০০	২০৮৪.৯৯	২০৮৪.৯৯	২০৮৪.৯৯	১০০	২০.২২			০০			০০			০০
	মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	জব	১.০০	৬০৫.৫১	৬০৫.৫১	৬০৫.৫১	১০০	৫.৮৭			০০			০০			০০
	জেনারেল গ্যালারি	স্কঃমিঃ	৯৪০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১০০	১.২১			০০			০০			০০
	গ্রিন গ্যালারি নির্মাণ	স্কঃমিঃ	২৯৭৩.০০	২২০.০০	২২০.০০	২২০.০০	১০০	২.১৩			০০			০০			০০
	মাটি কাটা	কিউঃমিঃ	৩৩৪০৭.০০	৪০.৪৬	৪০.৪৬	৪০.৪৬	১০০	০.৩৯			০০			০০			০০
	আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন	জব	৪.০০	১৭০৪.০০	১৭০৪.০০	১৭০১.০০	১০০	১৬.৫৩	৩.০০		০০			০০			০০
	এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন বোর্ড স্থাপন	জব	১.০০	৭১০.৫০	৭১০.৫০	৬৭২.১৫	১০০	৬.৮৯	৩৮.৩৫		০০			০০			০০
	ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ	জব	১.০০	১৪৮.৩০	১৪৮.৩০	১৪৮.৩০	১০০	১.৪৪			০০			০০			০০
	বাউন্ডারি ওয়াল	স্কঃমিঃ	৯১৪.৬৩	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	১০০	০.৫৬			০০			০০			০০

	ইন্টারনাল আরসিসি রোড নির্মাণ																
	ইন্টারনাল আরসিসি রোড নির্মাণ	স্কঃমিঃ	৩৫৩২.০০	৬৮.৩৫	৬৮.৩৫	৬৮.৩৫	১০০	০.৬৬			০০			০০			০০
	ইন্টারনাল আরসিসি রোড নির্মাণ	স্কঃমিঃ	১১১৫.০০	২৮.০৯	২৮.০৯			০০	২৮.০৯	১০০	০.২৭			০০			০০
	টিকেট কাউন্টার নির্মাণ	স্কঃমিঃ	৯৪৮.০০	৩৯.৯৮	৩৯.৯৮	৩৯.৯৮	১০০	০.৩৯			০০			০০			০০
	গ্যালারী ও বাহিরে নতুন টয়লেট নির্মাণ		৭.০০	৪০.০০	৪০.০০	৩৫.০০	৯০	০.৩৫	৫.০০	১০	০.০৪			০০			০০
	বিদ্যুৎ ও পানি সরবারাহ ব্যবস্থাসহ প্রত্যেক গ্যালারিতে ফুড কোর্ট স্থাপন		১০.০০	১৭.৯৩	১৭.৯৩	১৭.০০	১০০	০.১৭	০.৯৩		০০			০০			০০
	মেইন গেইট ও গার্ড সেড নির্মাণ		৪.০০	৫৭.৩৮	৫৭.৩৮	৩০.৬২	১০০	০.৫৬	২৬.৭৬		০০			০০			০০
	স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাহিরে সৌন্দর্য বর্ধন কাজ	জব	১.০০	১৪৫.১৭	১৪৫.১৭	৬০.৫০	৪০	০.৫৬	৮৪.৬৭	৬০	০.৮৪			০০			০০
	ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন		১৬.০০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	১০০	০.২৪			০০			০০			০০
	বাহিরের কার পার্ক ও অন্যান্য এরিয়ার উন্নয়ন	জব	১.০০	১৪৮.০০	১৪৮.০০	১৪৮.০০	১০০	১.৪৪			০০			০০			০০
	স্লোপ প্রোটেকশন কাজ																
	স্লোপ প্রোটেকশন কাজ (দক্ষিন ও পশ্চিম)	স্কঃমিঃ	১৪৫০.০০	২৭.০০	২৭.০০	২৫.০০	১০০	.২৬	২.০০		০০			০০			০০
	স্লোপ প্রোটেকশন কাজ (দক্ষিন ও পশ্চিম)	স্কঃমিঃ	১০৯৬.০০	২৩.৬৪	২৩.৬৪			০০	২৩.৬৪	১০০	০.২৩			০০			০০

	শেডসহ ইস্টার্ন গ্যালারী (২য় পর্যায়) নির্মাণ	স্কঃমিঃ	৮৭৪৬.০০	১৭৭০.০৯	১৭৭০.০৯	৬.৮০	১	০.১৭	১৭৯.২৪	১১	১.৮৯	১৫০০.০০	৮৫	১৪.৫৯	৮৪.০৫	৩	০.৫১
	এপ্রোচ রাস্তা প্রশস্তকরণ	জব	১.০০	১৪৬.০০	১৪৬.০০	১৪৬.০০	১০০	১.৪২			০০			০০			০০
	গ্যাস সংযোগ	জব	১.০০	৩.০০	৩.০০			০০	৩.০০	১০০	০.০৩			০০			০০
	আন্ডার গ্রাউন্ডে পানি রিজার্ভয়র নির্মাণ	গ্যালন	৪০০০০.০০	২৪.৪০	২৪.৪০			০০	২৪.৪০	১০০	০.২৩			০০			০০
	গ্রিণ গ্যালারি, দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ		৬১৫.০০	২৯৫.২০	২৯৫.২০			০০	২৯৫.২০	১০০	২.৮৬			০০			০০
	ফারনিচার সরবরাহ	লট	১.০০	২৮১.৮৮	২৮১.৮৮	২৪২.৭২	১০০	২.৭৩	৩৯.১৬		০০			০০			০০
	লিফট স্থাপন	প্রত্যেক	২.০০	৬৯.২০	৬৯.২০	৬৯.২০	১০০	০.৬৭	০০		০০			০০			০০
	গ্যালারি চেয়ার সরবরাহকরণ		১৮৮২৫.০০	৬৪৭.১৪	৬৪৭.১৪	৫৭৫.০৮	৯০	৫.৬৫	৭২.০৬	১০	০.৬৩			০০			০০
	গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট	লট	১.০০	৯৫.০৪	৯৫.০৪	৫০.০০	৬০	০.৫৫	৪৫.০৪	৪০	০.৩৭			০০			০০
	সাব-স্টেশন থেকে নতুন ড্রেসিং রুম এর বৈদ্যুতিক সংযোগ	লট	১.০০	১৮.২০	১৮.২০			০০	১৮.২০	১০০	০.১৮			০০			০০
	উপ-মোট			১০০৭০.০৫	১০০৭০.০৫	৭৩৩৯.০০		৭২.২৪	১১৪৭.০০		১০.৩১	১৫০০.০০		১৪.৫৯	৮৪.০৫		০.৫১
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	এল এস	-	৫.০০	৫.০০										৫.০০	১০০	০.০৫
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট			১০৩১১.৫৫	১০৩১১.৫৫	৭৪৮০.০০		৭৩.৭৬	১২০০.০০		১০.৬৯	১৫৩৯.৫০		১৪.৯৬	৯২.০৫		০.৬০

(তথ্য সূত্রঃ আর ডিপিপি, ০৫.০৪.২০১৬) ও প্রকল্প অফিস

সারণী – ১০: বছরভিত্তিক মোট প্রাক্কলন ও ব্যয়ের অনুকুলে রাজস্ব ও মূলধন ব্যয়

	রাজস্ব প্রাক্কলন			মূলধন প্রাক্কলন		
	বরাদ্দ	মোট রাজস্বের %	মোট প্রকল্প ব্যয়ের %	বরাদ্দ	মোট মূলধনের %	মোট প্রকল্প ব্যয়ের %
বছর ১	১৪২.০০	৬০.০৪	১.৩৮	৭৩৩৯.০০	৭২.৮৮	৭১.১৭
বছর ২	৫৩.০০	২২.৪১	০.৫১	১১৪৭.০০	১১.৩৯	১১.১২
বছর ৩	৩৯.৫০	১৬.৭০	০.৩৮	১৫০০.০০	১৪.৯০	১৪.৫৫
বছর ৪	৩.০০	১.২৭	০.০৩	৮৪.০৫	০.৮৩	০.৮২
মোট	২৩৭.৫০			১০০৭০.০৫		
	মোট রাজস্ব প্রাক্কলন			২৩৬.৫০		
	মোট মূলধন প্রাক্কলন			১০,০৭০.০৫		
	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			৫.০০		
	মোট প্রকল্প ব্যয়			১০,৩১১.৫৫		

(উৎসঃ প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে প্রাপ্ত হিসাব সমন্বিত করে সারণী ১০ প্রণীত হয়েছে।

সারণী ১০ পরীক্ষণে দেখা যায়, প্রথম বছরে রাজস্ব খাতে ৬০.০৪%, দ্বিতীয় বছরে ২২.৪১%, তৃতীয় বছরে ১৬.৭০% এবং চতুর্থ বছরে ১.২৭% ব্যয়িত হয়েছে। মূল ডিপিপিতে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমান দেখানো ছিল ১৭৯.৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হলেও রাজস্ব খাতে কোন পৃথক অর্থায়নের হিসাব নাই। সেক্ষেত্রে মূল প্রাক্কলনে রাজস্ব খাতের প্রাক্কলনে কোন পরিবর্তন না এনে প্রথম ৩ বছরে ২৩৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যয় পরিকল্পনার পরিপন্থি। অপরদিকে মূলধন খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৩৯৪.৪৩ লক্ষ টাকা যা, সংশোধনের মাধ্যমে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০,০৭০.০৫ টাকা। সংশোধন করা হয়েছে ২০১৬ সালে। সে হিসাবে প্রথম ৩ বছরে মূলধন খাতে মোট ৮৩৯৪.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে ব্যয় ৯,৯৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় এর প্রশ্নসাপেক্ষ।

খ) প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ

সরকার প্রণীত ক্রয় বিধিমালা অনুযায়ী, ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিভিন্ন পর্যায়ে বাধাহীন করার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধিমালা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন এবং প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হয়েছে।

"সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীত করণ (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক নির্মাণধর্মী সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় পণ্য (Goods), কার্য (Works) ও সেবা Services), প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন উপকরণ হিসাবে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিপিপি'র বর্ণনামতে প্রকল্পটি ১০৩১১.৫৫ লক্ষ টাকার, যার সম্পূর্ণ অর্থের যোগানদাতা বাংলাদেশ সরকার। কাজেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার ক্রয় (Procurement) এর জন্য 'পিপিআর ২০০৮' এর বিধানাবলী অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। কাজেই প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিআর-২০০৮ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না এবং অনুসরণ করা না হয়ে থাকলে, কোন পদ্ধতিতে কাজ করা হয়েছে, সে সকল তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করার জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত চেকলিষ্টের আলোকে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এসব ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের (সংগৃহীত পণ্য (Goods), কার্য (Works) ও সেবা Services)) জন্য প্রাপ্ত তথ্য করোনাজনিত কারণে বিলম্বে সংগৃহীত হওয়ায় এবং আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন, অফিস পরিদর্শনকালে প্রদত্ত ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পরিক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মৌখিক আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের ডিপিপি বিশ্লেষণে দেখা যায়, পণ্যের (Goods) ২টি, কার্য (Works) ১১টি এবং সেবা (Services) ১টি, যার প্রতিটি উন্মূক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার কথা। "সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কাজে নিম্ন বর্ণিত ত্রুটি দেখা যায়ঃ

(ক) প্যাকেজ নং W2: এর প্রাক্কলিত মূল্য ১৬.৬৭ কোটি টাকা, W3 এর প্রাক্কলিত মূল্য ১৭.০৪ কোটি টাকা এবং W4 এর প্রাক্কলিত মূল্য ২০.৮৪। এর প্রতিটি ক্রয় এর প্রাক্কলন কাল এপ্রিল ২০১৩ সনের এপ্রিল মাসের আগে। সে সময় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা এত টাকা পর্যন্ত ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে না।

(খ) W1, W2, W7, W10 এর প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তিমূল্য তুলনা করলে দেখা যায় প্রতি ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের সাথে প্রাক্কলিত মূল্যের পার্ক্য ১০% এর বেশি, যা' পিপিএ ২০০৬ এর ৩১(৩) ধারার লংঘন।

(গ) GD1 প্যাকেজে "গ্যালারী চেয়ার, ফার্নিচার, মাঠের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও দুইটি লিফ্ট সরবরাহ ও স্থাপন" কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ৭১৭.৮৩ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ৯৭৭.৯৩ লক্ষ টাকা যা সংশোধন করে ৯৭০.৯২ লক্ষ টাকা, যা' প্রাক্কলনের তুলনায় প্রায় ২৬% বেশি। সরকারী ক্রয় বিধিমালারয় ভ্যারিয়েশনের বিধান থাকলেও তার সীমিতি ১৫% এর মধ্যে, কাজেই এ ক্ষেত্রে ক্রয় নীতিমালার লংঘন হয়েছে। তা' ছাড়া ৭১৭.৮৩ লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় ৯৭০.৯২ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হলে এর জন্য পুনরায় টেন্ডার আহ্বানের প্রয়োজন ছিল।

(ঘ) ক্রয় পরিকল্পনায় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে টেন্ডার আহবানের কথা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলোচনায় জানা যায় দরপত্রসমূহ সংবাদপত্রে আহ্বান করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে উন্মূক্ত দরপত্র দুটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র জাতীয় শব্দ উল্লেখ করলেও কত তারিখে তা' প্রকাশিত হয়েছে তার কোন উল্লেখ করেন নাই।

(ঙ) কার্য (Works) এর ক্ষেত্রে মোট ১১টি উন্মূক্ত দরপত্রের মাধ্যমে টেন্ডারার বাছাইএর মধ্যে ৯ (নয়)টির চেক লিষ্ট অনুযায়ী তথ্য পাওয়া গেছে। এ কাজগুলির নাম, প্রাক্কলিত দর, চুক্তিমূল্য, বৃদ্ধির হার ও বাস্তবায়নের জন্য সময়কাল নিম্নে দেয়া হলো।

সারণী – ১১: প্রাক্কলিত দর ও চূক্তিমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)

(মূল্য লক্ষ টাকায় দেখানো হলো)

ক্রমিক	কাজের নাম	প্রাক্কলিত দর (লক্ষ টাকা)	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিশোধিত বিল	বৃদ্ধি/হ্রাসের হার	বাস্তবায়ন সময়কাল
১।	স্কোর বোর্ড এবং পিএ সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	৭১০.৫০	৭০৪.৩৩	৬৯৮.৩০	(০.৮৫%)	৭ মাস
২।	স্টেডিয়ামের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড নির্মাণ কাজ	২০৮৪.৯৯	২০৭৯.৬৬	২০৬৯.০০	(০.৫১%)	৭ মাস
৩।	২০০০ কেভি সাব স্টেশনসহ ফ্লাডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	১৭০৪.০০	১৭০২.২৬	১৭০১.০৪	(০.১৭%)	৭ মাস
৪।	১৬ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারী, ইনডোর অনুশীলন মাঠ, সীমানা প্রাচীর, অব্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা, টয়লেট ব্লক, ফুড কোর্ট, মূল প্রবেশ দ্বার নির্মান ও বিদ্যমান গ্যালারীর মেরামত।	১৬৬৭.২৭	১০২৬.৮১	৯৭১.৯৯	(৪১%)	৭ মাস
৫।	প্যাভিলিয়ন ভবনকে আন্তর্জাতিক মানের মিডিয়া সেন্টারে রূপান্তর	৬০৫.৫১	৫১৭.৭২	৫১৩.৬৫	(১৫.১৭%)	৭ মাস
৬।	আরসিসি স্লোপ প্রটেকশন, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, গাইড ওয়াল, নামাজের রূম, অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ	৫৪০.৪৯	৪০৯.৫৫	৪০৯.৫৪	(২৪.২৩%)	৫ মাস
৭।	গ্যালারীর উপরে মেমব্রেন শেড নির্মাণ	৩৭৪.৯৬	২৮৬.৮২	২৮৬.৬৫	(২৩.৫৫%)	২ মাস
৮।	গ্যালারীর উপরে ষ্টিলের শেড নির্মাণ	৩৭৩.৭৬	৩৮২.৯৯	৩৮৩.৯৯	(২.৭৩%)	৩০ মাস
৯।	ড্রেইনেজ সিস্টেম	৪০৩.৫০	৩৯৬.৪৮	৩৯৬.৪৫	(১.৭৫%)	১২ মাস

(১) কাজের টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ সম্পাদনের সময়কাল ৭ মাস রাখা হয়েছে। (ক) কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ৭ (সাত) কোটি হতে ২০.৮৪ লক্ষ টাকা হলেও কাজের ক্ষেত্রে একই সময় ঠিকাদারকে ত্বরিৎ কাজ সম্পাদনে বাধ্য করেছে। ফলে উপরোক্ত তালিকার মোট ৯ টি কাজের মধ্যে ৭টি কাজের সময়কাল বাড়াতে হয়েছে। এ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কারণ হিসাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা (৯), Variation (৩, ৪, ৫, ৬) এবং প্রাক্কলন সংশোধন (২, ৮) এর উল্লেখ করা হয়েছে। (খ) একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম তৈরিতে পরামর্শক নিয়োগ করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের পর Variation (৩, ৪, ৫, ৬) এবং প্রাক্কলন সংশোধন (২, ৮), উক্ত প্রকল্পে নিয়োজিত তৎকালীন প্রকল্প পরিচালকদের দূর্বলতা নির্দেশ করে। (গ) প্রকল্পের স্কীম সমূহের (সর্বোচ্চ ২০৮৪.৯৯ লক্ষ টাকা) অনুমোদনকারী

কর্তৃপক্ষ হিসাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে দেখানো হয়েছে। ২০১২ সালে অনুমোদিত এ প্রকল্পে ২০ কেটি টাকার উপরের স্কীম অনুমোদন করার ক্ষমতা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ছিল না তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। (ঘ) উপরের ৪, ৫, ৬, ৭ এ বর্ণিত স্কীমসমূহের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় হ্রাসের পরিমান ১০% এর বেশি। পিপিআর এর ৩১(৩) ধারার বিধান অনুযায়ী দেশীয় অর্থে উন্মূক্ত টেন্ডারমূলে বাস্তবায়িত কাজের ক্ষেত্রে প্রাক্কলনের ১০% এর কম/বেশি'র বাইরে যেতে পারে না। কাজেই এতে ।র্থের সাশ্রয় হলেও তা' পিপিআর এর পরিপন্থি। ডিপিপি পরীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে কাজ সমাপনের সময়কাল একই রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি কাজ একসাথে আরম্ভ করা ও সম্পাদন করা তদারককারী কর্মকর্তার জন্য দূরুহ।

(চ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি না পাওয়ায় দরপত্র খোলার ক্ষেত্রে সময় পিপিআর অনুযায়ী করা হয়েছে। দরপত্র খোলার পর পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেলেও মূল্যায়ন ও মূল্যায়নের সাথে প্রতিটি প্রাক্কলন চেক করার জন্য সময় রাখা হয়েছে মাত্র ১ (এক) দিন। টেন্ডার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিধায় ধরে নেয়া যায় এ ক্ষেত্রে ইজিপি ব্যবহার না করে ম্যানুয়ালি দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রাক্কলন অনুযায়ী উদ্বৃত দরসমূহ পরীক্ষা, ১ (এক) দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিল করায় কাজের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো লক্ষ্য করা গেছে।

সামগ্রীক আলোচনায় প্রতীয়মান ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (প্রথম সংশোধনী' শীর্ষক প্রকল্পের কয়েরে ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি ব্যতিরেকে পিপিআর অনুসরন করা হয়েছে।

কেস স্টাডিঃ

প্যাকেজের নাম: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ২ স্টেজ গ্যালারী নির্মাণ কাজ।

এ কাজটি প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী জাতীয় মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবে উহা ইজিপি না দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এমত প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প অফিস জানায় যে, বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তবে কোন দৈনিকে (একাধিক বহুল প্রচারিত দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার কথা এবং কত তারিখে সে বিষয়ে প্রকল্প অফিস হতে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। কাজেই প্রকৃত কবে এটার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়।

দরপত্র বিক্রয় শুরু, শেষ, দরপত্র খোলা মূল্যায়ন ও কার্যবিবরণী অনুমোদনে ক্রয় বিধিমালার কোন ব্যত্যয় দেখা যায় না। কবে প্যাকেজের ডিপিপিতে প্রাক্কলন ও চুক্তিমূল্য এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজটির ডিপিপি মূল্য ১০৪১.৩৭ লক্ষ টাকা, কিন্তু চুক্তি মূল্য ১০১৯.৪৫ লক্ষ টাকা। এতে অনুমিত, ঠিকাদার যৌক্তিক উপায়ে কাজটি পাওয়ার জন্য প্রাক্কলনের চাইতে কম মূল্যে দরপত্র দাখিল করেছিলেন। কিন্তু পরে চুক্তিমূল্য প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রশ্নের উদ্রেক করে। কাজের কোন ভ্যারিয়েশন না হলে চুক্তিমূল্য বাড়ানো অযৌক্তিক, কেননা এর ফলে অন্য যারা দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি প্রযোজ্য নয়, এতে ধরে নেয়া যায়, কোন সময় বৃদ্ধি করা হয় নাই। বিষয়টি অনুচ্ছেদ ২৩ এও স্পষ্ট। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্রের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মূল্য বৃদ্ধি ভ্যারিয়েশন লিমিটের মধ্যে রযেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এ প্যাকেজে ক্রয় বিধিমালার কোন মেজর লংঘন হয় নাই।

সারণী – ১২: কেস স্টাডি

ক্রমিকনং	অঙ্গ/বিষয়		প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিতলিখুন	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ		যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রণালয়।	
২	বাস্তবায়নকারীসংস্থা		জাতীয় ক্রীড়াপরিষদ।	
৩	প্রকল্পেরনাম		**সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)প্রকল্প**।	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম		সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ২স্টেজ গ্যালারী নির্মাণ কাজ।	
৫	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)		জাতীয়।	
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরুতারিখ		২৫-০৪-২০১৬খ্রিঃ।	
৭	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়		২৪-০৫-২০১৬খ্রিঃ বিকাল: ৫.০০ ঘটিকা।	
৮	দরপত্র গ্রহনের শেষ তারিখ ও সময়		২৫-০৫-২০১৬খ্রিঃ দুপুর: ১২.৩০ ঘটিকা।	
৯	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা		০৩টি।	
১০	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়		২৫-০৫-২০১৬খ্রিঃ দুপুর: ১.৩০ ঘটিকা।	
১১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা		০৩টি	
১২	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা		প্রযোজ্য নয়।	
১৩	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ		০৮-০৬-২০১৬খ্রিঃ।	
১৪	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ		১৬-০৬-২০১৬খ্রিঃ।	
১৫	সিএল তৈরীরতারিখ			
১৬	সিএলঅনুমোদনের তারিখ			
১৭	**Notification of Award** প্রদানের তারিখ		১৬-০৬-২০১৬খ্রিঃ।	
১৮	মোট চুক্তি মূল্য		মূল- ১০১৯.৪৫লক্ষটাকা, সংশোধিত- ১০৭৮.৯৯লক্ষটাকা।	
১৯	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		২৬-০৬-২০১৬খ্রিঃ।	
২০	কার্যাদেশ গ্রহনের তারিখ		২৬-০৬-২০১৬খ্রিঃ।	
২১	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর		২৬-০৬-২০১৬খ্রিঃ।	

	তারিখ			
২২	সময়বৃদ্ধি থাকলে, কতদিনের এবং কি কারনে		প্রযোজ্য নয়।	
২৩	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ		৩১-১২-২০১৬ খ্রিঃ।	
২৪	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও পরিমাণ		২৮-১২-২০১৬ খ্রিঃ, ১০৭৮.৮২ লক্ষ টাকা।	
২৫	চূড়ান্তবিলপরিশোধেরতারিখ ও পরিমাণ		২৯-১২-২০১৬ খ্রিঃ, ১০৭৮.৮২ লক্ষ টাকা।	
২৬	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা		সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।	
২৭	নাহলে কেন করাহয়নি ?		প্রযোজ্য নয়।	
২৮	প্যাকেজভিত্তিক দরপ্রত্রআহবানকরাহয়েছিলকিনা?		হ্যাঁ।	
২৯	হলে কতটি প্যাকেজ করা হয়েছিল?			
৩০	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?		হ্যাঁ।	
৩১	হয়ে থাকলে কেন?		বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।	
৩২	প্রকল্পের মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কিনা?		হ্যাঁ।	
৩৩	থাকলে কত সময়েরজন্য ছিল?		০১টি বছর।	
৩৪	ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা?		না।	
৩৫	হয়ে থাকলে চুক্তি মূল্যেও মধ্যে তা ঠিক করা হয়েছিল কিনা?		প্রযোজন্য নয়।	
৩৬	ত্রুটিহয়ে থাকলে সেবামান কেমনছিল?		প্রযোজন্য নয়।	

গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী এর উদ্দেশ্য ও অর্জন নিম্নরুপ-

উদ্দেশ্য	অর্জন
আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ।	ডিপিপি অনুসারে মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে যার ফলে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সফল ভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি)'র কাংখিত লক্ষ্য এবং এর অর্জন উদ্বোধন পরবর্তী ক্রিকেট বোদ্ধা মহল, বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে মতামত ও তথ্য যাচাইয়ে এটা সুস্পষ্ট যে, সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রদানকৃত সুবিধাবলি, সামগ্রিক অবস্থান, নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং উপলভ্য সুবিধার কারনে উপমহাদেশের অন্যতম সেরা স্টেডিয়াম হিসেবে অবিহিত করা যায়। স্টেডিয়াম প্রাঙ্গানে নির্বিঘ্নে অতিথি বরণ, আপ্যায়ন এবং অতিথিদের সন্তুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সুবিধার প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সমন্বয় করেছে, যা' শুধু অতিথিদের প্রয়োজনীয়তাই পূরণ করে না, এর মাধ্যমে সিলেটকে বিশ্বে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামটির অবস্থান ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরে, তবে সুন্দর যোগাযোগ সুবিধা সম্পন্ন। ফলে প্রায় ১৮,৫০০ দর্শকের স্থান-সংকুলান সুবিধা সম্পন্ন এ স্টেডিয়ামটি ক্রীড়া সংস্থার সদস্য, দেশী-বিদেশী সম্মানীয় অতিথি, ক্রীড়াবিদ ও সাধারণ দর্শক শব্দ দূষণ ও বিভিন্ন শ্রেনীর লোকের অযাচিত বিরম্বনা ব্যতিরেকে স্টেডিয়ামে যাতায়াত ও খেলা উপভোগ করতে পারেন। দর্শকদের স্বার্থে স্টেডিয়ামটি তৈরির সময় এর নকশায় বেশ কিছু প্রয়োজনের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। স্টেডিয়ামের গ্যালারীটি দ্বিস্তরের, এর পুর্ব পাশের গ্যালারীটি এমনভাবে আচ্ছাদিত, যাহাতে দর্শকগণ সূর্যালোক ও সূর্যতাপ হতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকে। এর ক্লাব হাউস এবং গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড উভয়টিই আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয়। এর গ্রীণ গ্যালারী স্টেডিয়ামকে বিশেষ সৌন্দর্য প্রদান করেছে।

স্টেডিয়ামে প্যাভিলয়নে সংযুক্ত ও আয়োজিত সুবিধাবলি প্রকৃতই বিশ্বমানের। জিমনেসিয়ামে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত পরিমানে রয়েছে। সিলেটের ঐতিহ্যগত আঞ্চলিক অতিথিয়তার স্পর্শ, সদস্যদের জন্য বিলাসবহুল ভিউয়ার বক্স পূর্ণমাঠ পরিদর্শনের সুযোগ, বিস্তৃত প্রাঙ্গান, প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যাটারিং সুবিধা, স্নিগ্ধ স্নানের পাশাপাশি ড্রেসিংরুমের খেলোয়াড়দের জন্য উন্নতমানের আসন সুবিধা রয়েছে। অপরদিকে নবনির্মিত মিডিয়া সেন্টার সাংবাদিকদেরকে খেলার প্রতিটি অংশ দেখার সুবিধা প্রদান, মাঠের সেরা দর্শনগুলির চিত্রধারনসহ বিবরণী প্রদান এবং রেকর্ড করণের সুবিধা রয়েছে। স্টেডিয়ামে প্রেস কন্টিনজেন্ট, রেডিও এবং টেলিভিশন ক্রুদের জন্য চিহ্নিত স্থান ছাড়াও মিডিয়া কর্মীদের জন্য সকল প্রকার যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কেন্দ্র রয়েছে।

ক্রিকেটের বিকাশ, মান সম্পন্ন ক্রিকেটার সৃষ্টির স্বার্থে স্টেডিয়ামের পিছনে দশটি ক্রিকেট পিচ সহ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও বোলারদের জন্য দীর্ঘতম রান আপ করার পর্যাপ্ত স্থান রয়েছে। স্টেডিয়ামের অবকাঠামোগত পরিকল্পনা, ভেন্যু এবং টাওয়ারগুলি বিশ্ব বিবেচনায় উচ্চমানের। এছাড়াও স্টেডিয়ামের বাইরে ক্রিকেটের তীর্থ লর্ডসের নার্সারি গ্রাউন্ডের অনুরুপ গ্রাউন্ড রয়েছে।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি মূলত লাক্কাতুরা চা বাগানের অভ্যন্তরে। কাজেই, এ স্টেডিয়ামে চা বাগানের অবস্থান একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের জন্য আর প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই বলে ক্রিকেট বোদ্ধারা অভিমত প্রকাশ করেন। তাই এক কথায় যায়, স্টেডিয়ামটি পাহাড়ে খোদাই করা একটি অপরূপ ছবি, যা' এ অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র অবস্থানকে পরিস্ফুটিত করে।

ম্যাচ অয়োজনের বিস্তারিত তথ্যঃ

সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামটিকে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রুপান্তরের মূল উদ্দেশ্য ছিল আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের। মার্চ ২০২০ পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে আয়োজিত ম্যাচের সংখ্যা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

টি-২০ বিশ্বকাপ	এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট	টেস্ট ম্যাচ	টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ
আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এর ৬ টি ম্যাচ	বাংলাদেশ – জিম্বাবুয়ে (১-৬ মার্চ ২০২০) ৩টি; বাংলাদেশ – ওয়েস্ট ইন্ডিস (২০১৮) ১টি সহ মোট ৪ টি ম্যাচ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে।	১ টি মাত্র আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ বাংলাদেশ – জিম্বাবুয়ে (৩-৭ নভেম্বর, ২০১৮)	বাংলাদেশ – ওয়েস্ট ইন্ডিস (২০১৮) ১টি বাংলাদেশ – শ্রীলংকা (২০১৪) ১টি
আইসিসি নারী টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪	অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বি – পাক্ষীয় সিরিজ	অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বি – পাক্ষীয় সিরিজ	অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বি – পাক্ষীয় সিরিজ
আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ- ২০১৬	বাংলাদেশ নারী দলের বিভিন্ন দ্বি – পাক্ষীয় সিরিজ (সাউথ আফ্রিকা, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড)	বাংলাদেশ নারী দলের বিভিন্ন দ্বি – পাক্ষীয় সিরিজ (সাউথ আফ্রিকা, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড)	বাংলাদেশ নারী দলের বিভিন্ন দ্বি – পাক্ষীয় সিরিজ (সাউথ আফ্রিকা, পাকিস্তান)

প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সাইট ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন অন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া টুর্নামেন্ট যেমন (বিপিএল, বিএসএল) ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে এবং বিভিন্ন ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত গেট টিকেট, স্পন্সরশীপ সহ বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত অর্থ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাকে উক্ত আয়ের ১০% দেয়ার কথা।

প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তা, প্রকল্পের সাইট ইঞ্জিনিয়ার এবং সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের তুলনায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে এর আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে স্টেডিয়ামটিকে সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য ব্যয় তুলনা মূলকভাবে বেড়েছে।

ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

"সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কোনো নিয়োগ প্রাপ্ত নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক ছিলেন না, তবে অতিরিক্ত ছয় জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন -

ক্রঃ	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরণ
১	জনাব আব্দুর রহমান, পরিচালক (পঃ উঃ)	০৭/০৬/২০১২	১৯/০২/২০১৩	অতিরিক্ত দায়িত্বে
২	জনাব হাইয়ুল কাইয়ুম,পরিচালক (পঃ উঃ)	১৯/০২/২০১৩	১৪/০৮/২০১৩	অতিরিক্ত দায়িত্বে
৩	জনাব এস এম রেজাউল মোস্তাফা কামাল, পরিচালক (পঃ উঃ)	১৪/০৮/২০১৩	১৬/১০/২০১৪	অতিরিক্ত দায়িত্বে
৪	জনাব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পঃ উঃ)	১৬/১০/২০১৪	০২/১২/২০১৪	অতিরিক্ত দায়িত্বে
৫	জনাব জিয়াউল হাসান, পরিচালক (পঃ উঃ)	০২/১২/২০১৪	১৩/০৮/২০১৫	অতিরিক্ত দায়িত্বে
৬	জনাব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পঃ উঃ)	১৩/০৮/২০১৫	-	অতিরিক্ত দায়িত্বে

বর্তমানে "সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)" সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হিসেবে আছেন জনাব মোঃ শাহ্ আলম সরদার, যিনি এপ্রিল ২০১৯ হতে অদ্যবদি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (পঃ ও উঃ) হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রকল্প পরিচালকের তথ্য মতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর লিখিত মতামত ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের নির্মিত অবকাঠামোর কোয়ালিটি

সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সকল নির্মাণধর্মী কাজের মালামাল ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকৌশলীদের মাধ্যমে কোয়ালিটি নিশ্চিত পূর্বক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। আইসিসি এর নির্দেশিকা কিভাবে পরিপালন করা হয়েছে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তিনি জানান বিসিবি'র মাধ্যমে আইসিসি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছে এবং সরেজমিনে কাজের মান পরিদর্শন করেছে। পিআইসি এর কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, সরেজমিনে পরিদর্শন ও মাসিক সভার আহবানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করেছে। তিনি আরো জানান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্পের কাজের সন্তুষ্টি হিসেবে বলেন, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রকল্পের প্রধান প্রধান সকল অঙ্গের কাজ দ্রুত সম্পাদন করে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের সবল দিক সম্পর্কে বলেন, নির্ধারিত সময়ে দরপত্র আহ্বান, ঠিকাদার নির্বাচন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছিল। প্রকল্পের সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করেন যে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধাসহ দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক তদারকিঃ**

প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক তদারকির লক্ষ্যে পরিদর্শন করা হয়নি। তবে, প্রকল্পটি চলাকালীন সময়ে অন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) কর্তৃক মাঠের কাজ তদারকির জন্য এসেছিল এবং কাজ সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

- **অডিট কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পর ইন্টার্নাল অডিট করা হয়েছে তবে এর কোনো নথিপত্র সংগ্রহ করা যায় নি কিন্তু কোনো এক্সটার্নাল অডিট হয়নি।

ঙ) প্রভাব মূল্যায়নঃ

প্রকল্পের পিসিআর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

- **বেইজলাইন সার্ভেঃ** "সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় কোনো বেইজলাইন সার্ভে করা হয়নি।

- **ফিজিবিলিটি স্টাডি ঃ** প্রকল্পটি গ্রহনের পূর্বে কোন সম্ভ্যবতা যাচাই করা হয়নি তবে, এই প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে ২০১৩ সালে, সেই সময় সরকারি ভাবে ৫০ কোটি টাকার উপরে প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন সম্ভ্যবতা যাচাইয়ের বাধ্য বাধকতা ছিলনা । তা ছাড়াও প্রকল্পটি নেয়া হয় ২০১৪ সালের আর্ন্তজাতিক টি-টুয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠানের জন্য।

- **চ) প্রকল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণঃ** ToR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের বিষয়াবলীর উপর সমীক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ফলাফল নিম্নে **'ক'** ও **'খ'** দুইটি প্রধান অংশের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হলো।

অংশ-কঃ গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

অংশ-খঃ পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

অংশ-কঃ গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

সমীক্ষার ToR-এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের বিষয়াবলীর উপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ফলাফল নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদের মাধ্যমে উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হলোঃ

১. নিবিড় সাক্ষাৎকারের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

২. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে দলীয় আলোচনার (এফজিডি) ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৩. ক্রীড়া সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তুলনামূলক পর্যালোচনা

নিবিড় সাক্ষাৎকারের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণঃ

প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প কর্মকর্তা, বিভিন্ন জেলার হেড কোচ, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের কর্মকর্তা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসন, জেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধির নিকট সর্বমোট (২৪) জনের কাছ থেকে এই নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকারের ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন কালঃ নিবিড় সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদেরকে এই প্রকল্পের কাজ কবে থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে তা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের সকলেই বলেন ২০১৩ সালে প্রকল্পের কাজ অনুমোদন হয়েছে।

নিবিড় সাক্ষাৎকার কালীন সময়ে সিলেট স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক মানের হওয়ার লক্ষ্যে সকল শর্ত পূরণ করেছে কি না জানতে চাওয়া হলে সকলেই বলেন যে, স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করার লক্ষ্যে সকল শর্ত পূরণ করেছে।

প্রকল্পের কাজের গুণগত মান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী সকলেই জানান যে, আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম হিসেবে সকল অবকাঠামোর গুণগত মান আইসিসি, বিসিবি ও ডিএসএ কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে এবং এ নির্মাণের সকল ক্ষেত্রে গুণগত মান ঠিক রাখা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে স্থানীয় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের অবকাঠামোগত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

স্টেডিয়ামে দর্শকদের প্রবেশ এবং বাহিরের জন্য পর্যাপ্ত গেট আছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে তথ্যদাতারা বলেন যে, স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক হওয়ার পূর্বে ৩ টি গেট ছিল, দর্শকদের কথা বিবেচনা করে আউটার স্টেডিয়ামের গেট ব্যবহার করতে দেয়া হয় ফলে, খেলা শেষে দর্শকদের বাহির হতে কোনো অসুবিধা হয় না।

প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন বা তদারকি কথা জিজ্ঞেস করা হলে, এনএসসি কর্মকর্তাগণ ও ডিএসএ কর্মকর্তারা বলেন যে, প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে আইসিসি কর্তৃক (জুন ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪) প্রতি মাসে ১/২ বার করে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও কাজের গুণগত মান যাচাই করেছেন। তবে, এ সম্পর্কিত কোনো সাইট ভিজিট দেখাতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, অনলাইনের বিভিন্ন ক্রীড়া নিউজ পোর্টালে এ সম্পর্কিত নিউজ পাওয়া যায়।

প্রকল্পের কাজে সন্তুষ্টির প্রসঙ্গে এনএসসি কর্মকর্তাগণ ও ডিএসএ কর্মকর্তারা বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করেন এবং বলেন এটি দেশের সবচেয়ে সুন্দর স্টেডিয়াম।

বর্তমানে স্টেডিয়ামটি কারা পরিচালনা করে জানতে চাওয়া হলে, এনএসসি কর্মকর্তাগণ ও ডিএসএ কর্মকর্তারা বলেন যে, স্থানীয়ভাবে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং বিসিবি এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং মাঠ পরিচর্যার জন্য পিচ কিউরেটর, গ্রাউন্ড ম্যানেজার, ভ্যানু ম্যানেজার, নিরাপত্তা কর্মী ও এর সাথে সম্পৃক্ত আরো জনবল বিসিবি কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্টেডিয়ামটির সুবিধাদি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তথ্যদাতারা বলেন, পুরো মাঠে ফিল্টারিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ভারী বৃষ্টিপাত হলেও মাত্র ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠ আবার খেলার উপযোগী করা তোলা যায়।

স্টেডিয়ামটির ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তথ্যদাতারা বলেন, নিয়মিত ঘাসের পরিচর্যা ও নির্মিত অবকাঠামোর মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে এর গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে না।

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে দলীয় আলোচনার (এফজিডি) ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণঃ

বর্তমান সমীক্ষায় নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় সিলেট ৩ টি দলীয় আলোচনা সমীক্ষার টিওয়ার অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। এই ৩ টি দলীয় আলোচনায় মোট ৩০ জন অংশগ্রহন করেন। আলোচনায় ৫০% পুরুষ অংশগ্রহন করেন। যুবক যারা খেলার সাথে সম্পৃক্ত তারা অংশগ্রহণ করেন ৩০% এবং মহিলা অংশগ্রহণকারী ছিল ২০%। পেশা ভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ চাকুরীজীবী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত যুবক শ্রেনী, এনজিও কর্মী, সমাজ সেবক, । পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো স্নাতক পাস এবং মহিলা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো এইচ এস সি পাস।

- **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন এবং টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য এই স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে।

- **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে খেলাধুলার মান উন্নয়ন, খেলোয়াড় সৃষ্টি ও খেলোয়াড়দের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বলে সবাই অবহিত করেন।

- **অবকাঠামো উন্নয়ন**

১২% উত্তরদাতা বলেছেন ফ্লাড লাইট স্থাপন করেছে, ১৫% বলেছেন নতুন টিকেট কাউন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, ১৯% বলেছেন গ্রীণ গ্যালারী নির্মাণ করা হয়েছে, ২৬% বলেছেন গ্যালারীতে নতুন চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে, ১৮% বলেছেন স্টেডিয়ামের নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে, বাকী ১০% কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

- **জীবনমান উন্নয়ন**

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার কিছু মানুষের আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, সিলেটে আন্তর্জাতিক মানের কিছু হোটেল নির্মাণ হয়েছে যেখানে স্থানীয় অনেকের কর্মের সুযোগ হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণের কারনে অনেক বিদেশি পর্যটক ও আসছে যার ফলে, পর্যটন ব্যবসা ও ভালো চলছে।

- **ইতিবাচক দিক**

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় ক্রীড়াঙ্গানের প্রভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, উত্তরদাতারা এই প্রকল্পের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে বলেন যে, এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণের ফলে নতুন নতুন ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হয়েছে এবং সেখান থেকে নতুন নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়, ক্রিকেট প্রেমীদের সরাসরি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ইচ্ছা পূরন হচ্ছে।

- **প্রচার কার্যক্রম**

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেন, জনগণের মাঝে এই স্টেডিয়াম সম্পর্কে জানানোর জন্য নির্মাণ অবস্তায় কোনো প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়নি কিন্তু বিভিন্ন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন হলে ব্যানার, মাইকিং, জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, টিভিতে সম্প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করার ফলে মানুষ জানতে পেরেছে যে সিলেটে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মিত ও চালু হয়েছে।

- **নির্মাণ কার্যক্রম**

নির্মাণ কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরদাতারা বলেন যে, স্টেডিয়ামের সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং স্টেডিয়ামটি নান্দনিক সুন্দর বলে জানান। কিছু কিছু উত্তরদাতারা জানান স্টেডিয়ামের পাশে আরো একটি আউটার স্টেডিয়াম নির্মিত অবস্থায় আছে যার কাজ সম্পন্ন হলে, স্টেডিয়ামটির আরো সুযোগ সুবিধা বাড়ার পাশাপাশি সুন্দর ও মনোরম হবে।

- **উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন**

প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে জানতে চাওয়া হলে সকল উত্তরদাতাই বলেন যে, স্টেডিয়ামটি মূলত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে এবং তা টি-২০ বিশ্বকাপ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন এরই মধ্যে সাফল্যের সাথে আয়োজন করেছে এবং শতভাগ উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে বলে সবাই অভিমত ব্যক্ত করেন।

➢ সুপারিশ

বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের মত এই স্টেডিয়ামেও বেশি বেশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করা উচিৎ, যাতে করে বিশ্বের সব দেশই জানতে পারবে বাংলাদেশে সুন্দর ও নান্দনিক একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সাথে শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের (ঢাকা) সুবিধাদি তুলনামূলক পর্যালোচনা

"সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)" সমাপ্ত প্রকল্পের সাথে তুলনামূলক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে (মিরপুর স্টেডিয়াম, ঢাকা) আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কাভার করা দেশের বিভিন্ন টিভি ক্রীড়া সাংবাদিক, জাতীয় দৈনিকের ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল এর ক্রীড়া সাংবাদিক, শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের নিরাপত্তা কর্মী ও খেলা চলাকালীন কিছু দর্শকের সাথে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়।

উত্তরদাতাদের মধ্যে দুই স্টেডিয়ামে খেলা উপভোগ করেছেন এমন তথ্যদাতা শতকরা ৮০%। যাদেরকে নিরাপত্তার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সবাই বলেন যে, খেলা চলাকালীন অবস্থায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের নিশ্চিত করা হয়ে থাকে এর জন্য কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়ে থাকে।

৮০% তথ্যদাতারা বলেন যে, স্টেডিয়ামটি নির্মাণের শুরু থেকেই এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত আছেন এবং ২০% বলেন যে তারা টিভিতে খেলা দেখার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন এই স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক মানের করা হয়েছে।

স্টেডিয়ামের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, সরাসরি খেলা কাভার/উপভোগ করেছে এরকম ৭২% তথ্যদাতা বলেন যে, নির্মাণ কার্যক্রম সন্তোষজনক হয়েছে এবং আরো বলেন স্টেডিয়ামটি অনেক চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছে।

সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, ৭৪% তথ্যদাতা বলেন, যাতায়াত ব্যবস্থা আরো উন্নত করতে হবে, ATM বুথের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, টিকেট কাউন্টার সংখ্যা বাড়াতে হবে, ফুড কোর্টের আধুনিকায়ন জরুরী। টয়লেট পর্যাপ্ত রয়েছে এবং তা ভালো।

মিডিয়া সেন্টারে তথ্য জানতে চাওয়া হলে বেশির ভাগ সাংবাদিক বলেন যে, মিডিয়া সেন্টারের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে তবে তা মিরপুরের তুলনায় অনেক ছোট, যার ফলে একসাথে অনেক সাংবাদিক নিউজ কাভার করতে পারে না।

সর্বোপরি, সকলের তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় বলা যায় যে, সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামটিই বাংলাদেশের যেকোনো আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের তুলনায় আধুনিক স্থাপত্য শৈলী দ্বারা নান্দনিক সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত।

অংশ-খঃ পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

সাধারন উত্তরদাতাদের জরীপের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণঃ

❖ নমুনা উত্তরদাতাদের বৈশিষ্ট্য

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় একটি সুসংগঠিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় খানা জরীপ কার্যক্রম প্রকল্প এলাকা ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় চালানো হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৪০০, যার মধ্যে পুরুষ বা যুবক শ্রেণী ৬৫% (২৬০ জন) এবং মহিলা ৩৫% (১৪০ জন)। কন্ট্রোল এলাকায় ২০০ জনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৭১% (১৪২ জন) পুরুষ বা যুবক শ্রেণী এবং ২৯% (৫৮) জন মহিলা। এ সমীক্ষায় মোট ৬০০ জন সাধারণ উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৬৭% নেয়া হয়েছে প্রকল্প এলাকা থেকে এবং ৩৩% নেয়া হয়েছে প্রকল্প বহির্ভূত অর্থাৎ কন্ট্রোল এলাকা থেকে।

সারনী-২ খানা পর্যায়ে উত্তরদাতাদের বিন্যাস (%)

লিঙ্গ	সিলেট সদর (প্রকল্প এলাকা)		ফেঞ্চুগঞ্জ (কন্ট্রোল এলেকা)		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
পুরুষ বা যুবক শ্রেণী	২৬০	৬৫	১৪২	৭১	৪০২	৬৭
মহিলা	১৪০	৩৫	৫৮	২৯	১৯৮	৩৩
মোট	৪০০	১০০	১০৫	১০০	৬০০	১০০

চার্ট-১ নমুনা উত্তদাতাদের বিন্যাস

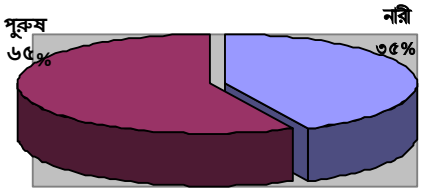

প্রকল্প এলাকা

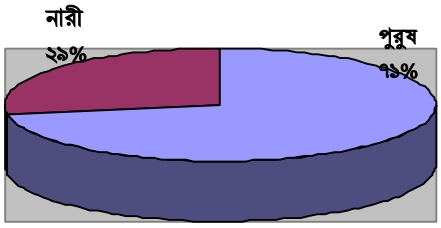

কন্ট্রোল এলাকা

❖ প্রকল্প সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমতঃ

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৯% উত্তরদাতা প্রকল্প সম্পর্কে জেনেছেন টিভিতে খেলা দেখার মাধ্যমে, ৩২% জেনেছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের সময় প্রচারের মাধ্যমে, ১৭% জেনেছেন টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের মাধ্যমে, ২২% তথ্যদাতা বলেছেন তারা ক্রিকেট খেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারনে তাদের জানতে অসুবিধা হয়নি।

সারণীঃ৩ প্রকল্প সম্পর্কে উত্তরদাতাদের জ্ঞানের শতকরা হার

উত্তর	সিলেট সদর (প্রকল্প এলাকা) (সংখ্যাঃ ৪০০)	মোট (সংখ্যাঃ ৪০০)%
টিভিতে খেলা দেখার মাধ্যমে	১১৬	২৯
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের সময় প্রচারের মাধ্যমে	১২৮	৩২
টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের মাধ্যমে	৬৮	১৭
ক্রিকেট খেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারনে	৮৮	২২

নমুনা উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক তথ্যঃ

প্রকল্প এলাকায় পুরুষদের গড় বয়স ৩৫ বছর ও মহিলাদের গড় বয়স ২৭ বছর। পুরুষদের গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পাশ এবং মহিলাদের গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ এস সি পাশ।

উত্তরদাতাদের পেশাগত বিভাজনে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় পুরুষদের পেশার শতকরা হার হল যথাক্রমে ৩৩% চাকুরীজীবী, ৪৩% যুবক যারা খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত, ১২% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ১২% বেকার। প্রকল্প এলাকায় মহিলা উত্তরদাতাদের মধ্যে বর্তমানে ৫৩% গৃহিণী, ৩৪% ছাত্রী এবং ১৩% খেলার সাথে সম্পৃক্ত।

উদ্দেশ্য সম্পর্কেঃ

এই প্রকল্পটি কি উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে জানতে চাওয়া হলে, সকলেই বলেন এখানে টি-২০ বিশ্বকাপ হয়েছিল এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের লক্ষ্যে এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনঃ

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে, ৬৮% উত্তরদাতা বলেন অনেক বেকার লোক স্টেডিয়ামের পাশে বিভিন্ন দোকান তৈরি করেছেন এর ফলে অনেক মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে, ২২% বলেছেন খেলা চলাকালীন সময়ে অনেক দূর দূরান্ত থেকে ও বিদেশী পর্যটকরা খেলা উপভোগ করতে আসেন, ফলে তাদের থাকা ও খাওয়ার আবাসন ব্যবস্থার জন্য নতুন নতুন হোটেল মোটেল নির্মাণ হয়েছে এবং সেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১০% উত্তরদাতা কোনো মতামত দেননি।

চার্ট-২ নমুনা উত্তরদাতাদের আর্থ সামাজিক পরিবর্তন

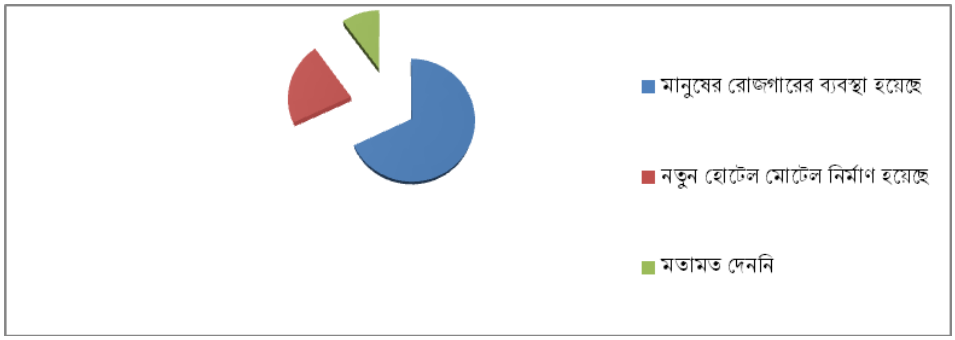

১৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে, এই স্টেডিয়ামটি নির্মিত হওয়ার ফলে সিলেট সহ আশে পাশের জেলার খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ২৮% বলেন, নতুন নতুন ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হচ্ছে যেখানে এই অঞ্চলের ক্রিকেট প্রেমী যুবকরা আরো বেশি উৎসাহিত হচ্ছে, ১৯% বলেন, তাদের খেলার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২২% বলেন বেশি বেশি টুর্নামেন্ট হচ্ছে, ঘরোয়া ও জাতীয় বিভিন্ন খেলাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং ১৫% বলেন, জাতীয় পর্যায়ের অনেক খেলোয়াড় বিভিন্ন লিগ খেলতে আসার কারনে তাদের কাছ থেকে সরাসরি কিছু শিখতেও পারেছে।

চার্ট- ৩ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম হওয়ার সুবিধা

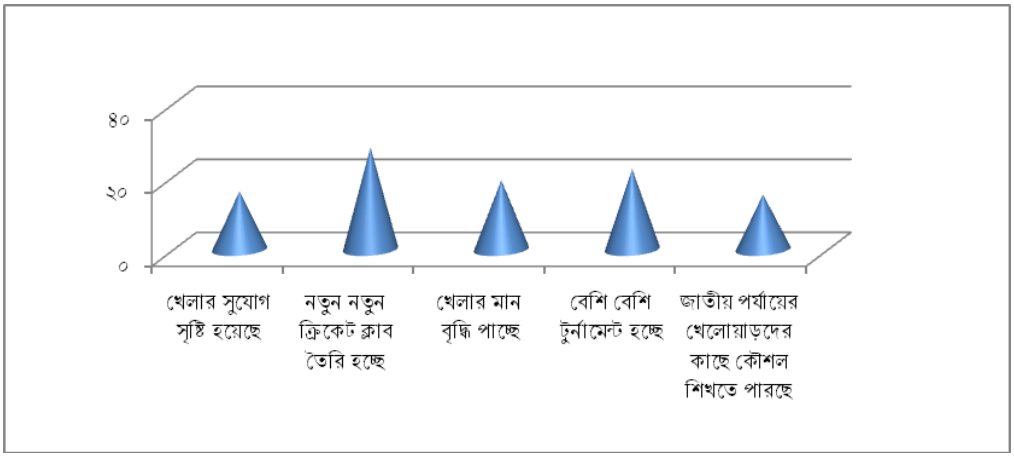

৮৯% উত্তরদাতারা বলেন, স্টেডিয়ামটি নির্মাণের পর থেকে এই এলাকার যুব সমাজের মধ্যে খেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে, তারা অনেক অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারছে।

উত্তরদাতাদের কাছে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের অনুভূতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন যে, এই স্টেডিয়ামটি তাদের একাধারে গর্বের ও অহংকারের কেননা, বাংলাদেশের সকল মানুষ ও বিশ্বের অনেক মানুষ এই স্টেডিয়াম সম্পর্কে জানেন, যার ফলে সবাই সিলেট সম্পর্কেও আরো বেশি জানতে পারছে।

সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্র

চতুর্থ অধ্যায়

SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি সুসংগঠিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি প্রকল্পের সফলতা ও দুর্বলতা সমূহ এবং প্রকল্পের সুযোগসহ এবং একই সাথে ঝুঁকি সমূহ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। খানা পর্যায়ের সরাসরি সাক্ষাৎকার ও সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (এফজিডি), তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য ক্রীড়া সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা হতে সংগৃহীত তথ্য ও মতামত এবং প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর বিশ্লেষণের মাধ্যমে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৪.১ প্রকল্পের সবল দিকঃ

১. স্টেডিয়ামটি নির্মাণের ফলে দেশের ক্রীড়া জগতে ক্রিকেট খেলা পূর্বের তুলনায় আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে;

২. একক ভাবে আইসিসি'র যেকোনো বড় ইভেন্ট আয়োজনের জন্য এই স্টেডিয়ামটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে;

৩. স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকার অনেক বেকার জনগণের পূর্বের তুলনায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

৪. স্টেডিয়ামটি সম্পূর্ণ মাঠ ফিল্টারিং এর আওতায় আনার ফলে, খেলার সময় বৃষ্টিপাত হলেও মাত্র ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে মাঠ পুনরায় খেলার উপযোগী করানো যায়;

৫. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাবে এই এলাকা সহ আশে পাশের এলাকার জনগণ আর্থ সামাজিকভাবে উপকৃত হচ্ছে;

৬. এই স্টেডিয়ামটিতে ইতিমধ্যে টি-২০ বিশ্বকাপ সহ আইসিসি'র অনেক খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় এর মাধ্যমে বিসিবি আরো শক্তিশালী হয়েছে;

৭. ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ম্যাচ অয়োজনের ফলে টিকেট বিক্রি, স্পন্সরশীপ ও অন্যান্য ভাবে অর্জিত আয় আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং

৮. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে।

৪.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ

৯. প্রকল্পের ডিপিপিতে নিম্নে লিখিত ত্রুটি সমূহ দেখা গেছে-

ক) ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিধান থাকলেও অতিরিক্ত দায়িত্বের প্রকল্প পরিচালক নেয়া হয়েছে;

১০. প্রকল্পটির প্রাথমিক ব্যয় ধরা ছিল ৮৭৪২.৪৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন এর সময় ছিল ১২ মাস, পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১০৩১১.৫৫ লক্ষ টাকা সংশোধন করে ৫৪ মাস সময় ব্যয় করা হয়। এরকম একটি ছোট প্রকল্পে অতিরিক্ত ৪২ মাস সময় বেশি লাগে যা যথার্থ নয়;

১১. প্রকল্পের সংশোধনে স্লোপ প্রটেকশন/রিটেইনিং ওয়াল অন্তর্ভুক্তির জন্য পাহাড়ি অঞ্চল ও ভারী বর্ষণ এলাকা এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু বিষয়টি দৃশ্যমান ছিল সেহেতু প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতো;

১২. ফার্নিচারের ব্যয়, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা, গ্রিল ফ্যান্সিং ইত্যাদি কাজ থোক/ লাম সাম ধরা হয়েছে যা, যথার্থ নয়;

১৩. ডিপিপিতে সংস্থান থাকা সত্ত্বেও খেলোয়াড়দের জন্য ডরমেটরী নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত রাখার কারণ উল্লেখ করা হয়নি;

১৪. গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট হিসেবে মোয়ার মেশিন সরবরাহ করা হয়নি এবং এর কারণ উল্লেখ করা হয়নি;

১৫. বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদেরকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়নি ফলে, কাজের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে;

১৬. স্টেডিয়ামের গ্রিণ গ্যালারী খাড়া ভাবে নির্মাণ করায় দর্শকদের বসতে ও চলাফেরা করতে সমস্যা হয়; এবং

১৭. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক সরাসরি তদারকি করা হয়নি।

৪.৩ প্রকল্পের ঝুঁকিঃ

১৮. সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে, অনেক ইলেকট্রনিক মালামাল ও গ্যালারীর ক্ষতি হতে পারে;

১৯. শক্তিশালী কমিটি দ্বারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা না গেলে, স্টেডিয়ামটি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে; এবং

২০. নিয়মিত খেলা আয়োজন করা না গেলে এর পরিচর্যা কম হবে।

৪.৪ প্রকল্পের সুযোগঃ

২১. উদীয়মান ক্রিকেটার তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে;

২২. স্টেডিয়ামটি অধিক দর্শক ধারণক্ষমতা (১৮,৫০০ জন) সক্ষম হওয়ায় একসাথে অনেক দর্শক খেলা উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে;

২৩. বেশি বেশি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য সুযোগ বেড়েছে;

২৪. বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে, প্রকল্প এলাকার জনগন আর্থিকভাবে আগের তুলনায় অধিকতর স্বাবলম্বী হয়েছেন; এবং

২৫. স্টেডিয়ামে আধুনিক জিমনেসিয়ামের ব্যবস্থা থাকায়, তা ব্যবহার করে জাতীয় এবং এলাকার খেলোয়াড়রা তাদের ফিটনেস ধরে রাখার সুযোগ হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের ডিপিপি,আরডিপিপি, পিসিআর ও প্রকল্প অফিসের নথিপত্র এবং মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে তথ্য সমুহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে যেসব বিষয় দেখা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

- **প্রকল্পের ডিপিপি, আরডিপিপি, পিসিআর , মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়**

✓ শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গানে যতগুলো নান্দনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে, তার মধ্যে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামটি অন্যতম যা' আমাদের দেশ ও ক্রিকেটকে বিশ্ব পরিমন্ডলে আরো সুপরিচিত করে তুলে ধরতে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে;

✓ ডিপিপি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আর্ন্তজাতিকমানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরনের জন্য সব সংস্থান রেখে প্রকল্পের মূল ডিপিপি টি অনুমোদিত হয়েছে।

- **প্রকল্পের অর্থ বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও ডিপিপির সংস্থান বিষয়ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,**

✓ প্রকল্প প্রস্তাবে প্রদত্ত প্রাক্কলিত মোট ব্যয়, ব্যয়ের অঙ্গভিত্তিক বিভাজন, আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার বিষয়াদি এবং এ সংক্রান্ত সকল তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে;

- **স্টিয়ারিং/পি আইসি/ পিএসসি কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যবেক্ষণ**

✓ এ যাবৎ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সময় স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের দিক নির্দেশনা ও আর্থিক শৃঙ্খলা যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে;

✓ পিপিআর ২০০৮ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এবং সংস্থা প্রধান কর্তৃক নিয়মিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শক পূর্বক কাজের গুনগত মান ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়**

✓ যাতায়াতের ব্যবস্থা আরো উন্নত করা যেতে পারে, কেননা প্রধান সড়ক থেকে স্টেডিয়ামের প্রবেশের রাস্তা অনেক সরু , যানবাহন চলাচল করতে সমস্যা হয় তাই রাস্তা প্রশস্থ করা দরকার;

✓ প্রকল্পটি দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকার ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ; এবং

✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং ক্রীড়া জগতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে ও বাংলাদেশে আরও বেশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- **সেবার মান জলবল ও অনান্য বিষয়ক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়**

✓ স্টেডিয়ামটি নির্মাণের ফলে দেশের ক্রীড়া জগতে ক্রিকেট খেলা পূর্বের তুলনায় আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে;

✓ একক ভাবে আইসিসি'র যেকোনো বড় ইভেন্ট আয়োজনের জন্য এই স্টেডিয়ামটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে; এবং

✓ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে।

- **প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি গুনগতমান ও অন্যান্য বিষয়ক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়**

✓ উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মালামাল ,সরঞ্জামাদি ,পূর্ত কাজ এবং সেবা গ্রহন ক্রয় ও সংগ্রহ করা হয়েছে ; এবং

✓ সরকারের বিধান অনুযায়ী, সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বাধাহীন প্রতিযোগীতার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **প্রকল্পের সেবার মান, জনবল ও অনান্য বিষয়ক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়**

✓ এই প্রকল্পের আওতায় কোন জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখা নেই। উল্লেখ্য যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব সেটআপ এর জনবল কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

- **প্রকল্পের ক্রয়কার্যক্রম ও অডিট বিষয়ক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়**

✓ প্রকল্পের ডিপিপি বিশ্লেষণে দেখা যায়, পণ্যের(Goods) ২টি, কার্য (Works) ১১টি এবং সেবা (Services) ১টি, যার প্রতিটি উন্মূক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার কথা কিন্তু ক্রয় কাজে ত্রুটি রয়েছে;

✓ প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পর ইন্টার্নাল অডিট করা হয়েছে কিন্তু কোনো এক্সটার্নাল অডিট হয়নি।

- **প্রকল্পের টেকসইকরণ বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়**

✓ স্টেডিয়ামটির নির্মাণকাজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাস্তবায়ন করলেও এটি ব্যবহার করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।

✓ ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি টেকসইকরণের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ঘরোয়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা। এর ফলে একদিকে যেমন নিয়মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত সম্ভব হবে, অপরদিকে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজনের ফলে স্টেডিয়ামের টেকসইয়ের জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কাজ করা যাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা

১. ভবিষ্যতে এই রকম প্রকল্পে পূর্ণ কালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে;

২. প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার চাহিদা ও বরাদ্দ প্রথম বছরে রাখা উচিৎ যাতে করে দ্রুত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কাজ সময়মাফিক সমাপ্ত করা যায়;

৩. সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

৪. এক্সটার্নাল অডিট করানো যেতে পারে এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে;

৫. যাতায়াতের ব্যবস্থা আরো উন্নত করা যেতে পারে, কেননা প্রধান সড়ক থেকে স্টেডিয়ামের প্রবেশের রাস্তা অনেক সরু , যানবাহন চলাচল করতে সমস্যা হয় তাই রাস্তা প্রশস্থ করা দরকার;

৬. যেহেতু স্টেডিয়ামটির ধারন ক্ষমতা অনেক বেশি এবং যেকোনো আন্তর্জাতিক বা ঘরোয়া খেলায় প্রচুর দর্শকের সমাগম হলে মাত্র ২টি টিকেট কাউন্টার সামাল দিতে হিমশিম খেতে পারে, যার ফলে বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই টিকেট কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৭. আধুনিক মানের ফুড কোর্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৮. ATM বুথের ব্যবস্থা রাখা দরকার;

৯. লোকাল বা আঞ্চলিক খেলোয়াড়াদের খেলার জন্য সুযোগ করে দেয়া যায়;

১০. টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিৎ;

১১. বেশি বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করা দরকার;

১২. যথাসময়ে ঠিকাদার নির্বাচন করতে হবে;

১৩. নিরাপত্তা আরো জোরদার করা দরকার; এবং

১৪. শক্তিশালী কমিটি করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সংযোজনী-১

সারনী-১ খানা পর্যায়ে উত্তরদাতাদের বিন্যাস (%)

লিঙ্গ	সিলেট সদর (প্রকল্প এলাকা)		ফেঞ্চুগঞ্জ (কন্ট্রোল এলেকা)		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
পুরুষ বা যুবক শ্রেণী	২৬০	৬৫	১৪২	৭১	৪০২	৬৭
মহিলা	১৪০	৩৫	৫৮	২৯	১৯৮	৩৩
মোট	৪০০	১০০	১০৫	১০০	৬০০	১০০

সারণীঃ২ প্রকল্প সম্পর্কে উত্তরদাতাদের জ্ঞানের শতকরা হার

উত্তর	সিলেট সদর (প্রকল্প এলাকা) (সংখ্যাঃ ৪০০)	মোট (সংখ্যাঃ ৪০০)%
টিভিতে খেলা দেখার মাধ্যমে	১১৬	২৯
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের সময় প্রচারের মাধ্যমে	১২৮	৩২
টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের মাধ্যমে	৬৮	১৭
ক্রিকেট খেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারনে	৮৮	২২

সংযোজনী-২

<u>প্রশ্নমালা, নির্দেশিকা, চেকলিস্ট ও গাইডলাইন</u>

প্রশ্নমালা ১ সাধারণ উত্তরদাতার প্রশ্নপত্র

প্রশ্নমালা ২ সরেজমিনে প্রকল্পের অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

প্রশ্নমালা ৩ মূখ্য ব্যাক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নমালা (কে আই আই)

প্রশ্নমালা ৪ PD, DSA, BCB কর্মকর্তা

প্রশ্নমালা ৫ দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্নপত্র

প্রশ্নমালা ৬ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের চেকলিস্ট

প্রশ্নমালা ৭ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার জন্য গাইডলাইন

প্রশ্নপত্রঃ ১

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

সাধারণ উত্তরদাতার জন্য প্রশ্নপত্র

কেস নংঃ [ ][ ][ ]

ওয়ার্ড নং: ..... ইউনিয়ন: .....
উপজেলা: ..... জেলা: .....
সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময়: শুরু ..... শেষ .....
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: ..... স্বাক্ষর:..... তারিখ: .....
সুপারভাইজরের নাম: ..... স্বাক্ষর:.....তারিখ: .....
কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসারের নাম: ..... স্বাক্ষর:..... তারিখ: .....

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীর সম্মতিপত্র

আস্‌সালামু আলাইকুম/আদাব,

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এর সিলেট জেলার সদর উপজেলায় লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়। ইতোমধ্য বাংলাদেশ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক **" সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -৬ (আইএমইডি) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন এর কাজ হাতে নিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই সমীক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠান । আমি জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ থেকে এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি।

এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে "জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ " এ সম্পর্কে আপনার মতামত/ মন্তব্য জানতে আগ্রহী। আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, নাম, ঠিকানা গোপন রেখে কেবল মাত্র আপনার মতামত/ মন্তব্য গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

উত্তরদাতা সম্মতি প্রদান করলে শুরু করুন..... [১] ➔ উত্তরদাতা সম্মতি না দিলে..... [২] ➔ শেষ করুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর: _____তারিখ: _____/_____/_____

সেকশন ১ ঃ খানার আর্থসামাজিক ও জনমিতিক অবস্থা (সবার জন্য প্রযোজ্য)

১. **উত্তরদাতার নাম: ..... মোবাইল নম্বরঃ .....**

ক. উত্তরদাতার লিঙ্গঃ ১. পুরুষ ২. মহিলা

খ. মোবইল/ফোন নাম্বার (নিজস্ব বা অন্য কারো নাম্বার অবশ্যই আনতে হবে):.....

গ. জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি নং:.....

ঘ. জন্মতারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে): .....

ঙ. উত্তরদাতার বর্তমান বয়স: .....(পূর্ণ বছর)

চ. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা: .....(সর্বোচ্চ শ্রেণী পাস)

ছ. উত্তরদাতার বর্তমান পেশা: .....

২. **আপনি কি এই এলাকায় স্থায়ী বসবাস করেন ? ১. হ্যাঁ ২. না**

⇨ **সামাজিক যোগাযোগ (সবার জন্য প্রযোজ্য)**

৩. **আপনি** বা আপনার নিকট স্থানীয় কেউ **কি কোন** ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট **সামাজিক সংগঠনের (ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি) সাথে জড়িত আছেন? ১. হ্যাঁ ২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, সংগঠনে নাম উল্লেখ করুন**? .....**

খ. সেখানে আপনি বা আপনার নিকট স্থানীয়র **পদবী কি? .....**

গ. আপনি বা আপনার নিকট স্থানীয় কোন ধরণের খেলার সাথে সম্পৃক্ত

১. ক্রিকেট	২. ফুটবল
৩. হকি	৪. টেনিস
৫. কাবাডি	৬. ব্যাডমিন্টন
৭. ভলিবল	৮. অন্যান্য.....

* নিকট স্থানীয় (প্রতিবেশি, আত্মীয়, ছেলে, মেয়ে, পরিচিত সকল শ্রেণী পেশার লোক)

সেকশন ২ঃ **সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্প সম্পর্কিত ধারণা**

৪. সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্প সম্পর্কে আপনি জানেন কি?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, ''সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম" প্রকল্প সম্পর্কে কার কাছ থেকে বা কিভাবে জেনেছেন/শুনেছেন?

.....

.....

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের পর আপনি সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম পরিদর্শন/ খেলা উপভোগ করেছেন কি?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, এ স্টেডিয়ামে নিম্নের কোন কোন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে (উত্তর সার্কেল করুন)

(ক) ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন	(খ) গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ
(গ) মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	(ঘ) জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ
(ঙ) গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ	(চ) আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন
(ছ) এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোর বোর্ড স্থাপন	(জ) ২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ
(ঝ) ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন	(ঞ) গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ
(ট) আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভয়র নির্মাণ	(ঠ) পরামর্শক সেবা গ্রহণ
(ড) ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ	(ঢ) বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ

৬. আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানানো এবং জনগনের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে এই প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছে?.....

খ. কি তথ্যসমূহ প্রচার করা হয়েছে?

.....

.....

গ. কি উদ্দেশ্যে এই ''সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে?

.....

.....

.....

৭. **আপনি** বা আপনার নিকট স্থানীয় কেউ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, সেখানে **আপনি** বা আপনার নিকট স্থানীয় কি ধরণের ভূমিকা পালন করেছেন**?**

.....

.....

৮. স্টেডিয়ামটি নির্মিত হওয়ার ফলে এলাকায় আর্থ-সামাজিক কোন পরিবর্তন এসেছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কীভাবে/কেমন পরিবর্তন এসেছে

.....
.....
.....

৯. স্টেডিয়ামটি নির্মিত হওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরণের উন্নতি হয়েছে

.....
.....
.....

১০. আপনার এলাকায় এই আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামটি হওয়ার ফলে এলাকার/অত্র অঞ্চলের খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. কি রকম সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে

.....
.....
.....

১১. আপনার এলাকায় এই আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামটি হওয়ার ফলে এলাকার/অত্র অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

.....
.....
.....

১২. আপনার এলাকায় এই আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামটি হওয়ার ফলে যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি রকম বৃদ্ধি পেয়েছে

.....
.....
.....

১৩. স্টেডিয়ামটি নির্মিত হওয়ার ফলে এলাকার/অত্র অঞ্চলের খেলোয়াড়দের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে কি?
১. হ্যাঁ ২. না

ক, হ্যাঁ হলে, কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

.....

.....

১৪. আপনার এলাকায় এই আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামটি হওয়ার ফলে এলাকার/অত্র অঞ্চলের মানুষের অনুভূতি কেমন?

.....

.....

.....

সেকশন ৩: প্রকল্পের সফলতা, দুর্বলতা ঝুঁকি ও সুপারিশ (সবার জন্য প্রযোজ্য)

১৫. এই স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ফলে এই প্রকল্প থেকে কতটুকু বা কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন বা হবেন বলে আশা করেন?

.....

.....

১৬. আপনার মতে এই ''সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ'' প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা বা অসুবিধা হতে পারে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা বা অসুবিধা হতে পারে?

.....

.....

খ. অসুবিধা কীভাবে দূর করা সম্ভব?

.....

.....

১৭. এই প্রকল্পের দুর্বল দিক গুলো কি কি?

.....

.....

১৮. ''সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ'' **প্রকল্প** এলাকার ক্রীড়ামোদী যুবক, দর্শক, সর্বোপরি খেলোয়াড়দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি? **১. হ্যাঁ ২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, কি কারণে গ্রহণযোগ্য হয়েছে?

.....

.....

খ. না হলে, কেন গ্রহণযোগ্য হবেনা?

.....

.....

১৯. আপনার মতে এই ''সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ" **প্রকল্পটি সফল ও কার্যকরী** বলে মনে করেন **কি?** **১.** হ্যাঁ **২.** না

ক. না হলে, সফল ও কার্যকরী করে তোলার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?

.....

.....

২০. ভবিষ্যতে খেলাধুলার উন্নতির স্বার্থে অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন আছে কি? **১.** হ্যাঁ **২.** না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরণের অবকাঠামো আবশ্যক?

.....

.....

২১. এই স্টেডিয়ামটিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিত করার লক্ষ্যে এবং আরো কোন কাজ বাকি থাকলে সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশমালা উল্লেখ করুন?

.....

.....

উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন।

প্রশ্নপত্রঃ ২

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

সরেজমিনে প্রকল্পের অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

কেস নম্বর | | |

জেলা : ..... কোড নং : .....

উপজেলা : ..... কোড নং : .....

ইউনিয়ন :..... কোড নং : .....

মৌজা/ওয়ার্ড নং : ..... কোড নং : .....

গ্রাম : ..... কোড নং : .....

তথ্য প্রদানকারীর নামঃ .....পদবী..... মোবাইল ফোন নংঃ .....

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ .....

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, এলাকার লোকদের কাছ থেকে জেনে, এবং অফিসিয়াল নথি পত্র **(Official records)** থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে নীচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

প্রকল্পের লোকেশন/ঠিকানাঃ

.....

.....

পর্যবেক্ষণকারীর নামঃ ..... তারিখঃ .....

অবকাঠামো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের অবস্থা (একটি উত্তর হবে)ঃ

১. সম্পূর্ণ নির্মিত/ সম্পূর্ণ সমাপ্ত	ক. প্রকল্পের আওতায় কি কি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছেঃ ....
২. আংশিক নির্মিত/ আংশিক সমাপ্ত	ক. কেন আংশিক নির্মিত/ আংশিক সমাপ্তঃ .... খ. কি কি কাজ হয়েছেঃ..... ..... গ. কি কি কাজ হয়নিঃ..... .....
৩. প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত কিন্তু কোন কাজ এখনও শুরু/বাস্তবায়িত হয়নি	ক. কেন এখনও শুরু/বাস্তবায়িত হয়নিঃ ....

২. প্রকল্পের আধুনিকায়নের কাজ কবে শুরু হওয়ার কথা ছিলঃ ..... (বছর)

ক. প্রকৃতপক্ষে কবে কাজ শুরু হয়েছেঃ ..... (বছর)

খ. কবে নাগাদ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে (আনুমানিক)ঃ ..... (বছর)

৩. প্রকল্পটি মোট কত একর জমির উপর নির্মিত হয়েছেঃ ..... একর

৪. প্রকল্পের আধুনিকায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কতঃ ..... (টাকা)

৫. প্রকল্পের আধুনিকায়নের কাজ কোয়ালিটি অনুযায়ী করা হয়েছে কি (সঠিক উপাদান ও পরিমান দিয়ে করা হয়েছিল কিনা)?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন কোয়ালিটি অনুযায়ী হয়নি?

.....

.....

৬. স্টেডিয়ামে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে?
১. টিউবওয়েল ২. সাপ্লাই ৩. এখনও পানির ব্যবস্থা করা হয়নি ৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....

ক. পানির ব্যবস্থা বর্তমানে কার্যকর অবস্থায় আছে কিনা/কাজ করছে কিনাঃ ১. হ্যাঁ ২. না

৭. স্টেডিয়ামের সাথে সংযুক্ত রাস্তার ধরনঃ .....

ক. স্টেডিয়ামের সাথে সংযুক্ত রাস্তার পরিমাপঃ দৈর্ঘ্যঃ..... ফুট; প্রস্থ :.....ফুট

খ. স্টেডিয়ামের সাথে সংযুক্ত রাস্তা বর্তমানে তৈরী করা হয়েছে কিঃ ১. হ্যাঁ ২. না

গ. বর্তমান অবস্থা কেমন? .....

২১. স্টেডিয়ামের নির্মাণকালীন **সময়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে এবং** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এর কোন পরিদর্শনকারী কিংবা কর্মকর্তা পরিদর্শন **করেছেন** কিনাঃ ১. হ্যাঁ ২. না

৮. কাজটি পরিকল্পনা মাফিক সম্পূর্ণরূপে (যা যা করার কথা সে অনুযায়ী) বাস্তবায়ন **হয়েছে** কিঃ ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন হয়নি?

১. পরিকল্পনা সঠিক হয়নি
২. প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থান নাই
৩. কাজটি সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যায়নি
৪. প্রকল্পটির প্রয়োজন ছিল না
৫. অন্যান্য (নির্দিষ্ট **করুন**) .....

৯. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি **বাস্তবায়ন/সম্পন্ন হয়েছে** কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন?

১. সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কাজে অবহেলা
২. সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের দুষ্প্রাপ্যতা
৩. প্রয়োজনীয় মালামালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি
৪. সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত না থাকা
৫. প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকা
৬. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা
৭. স্থানীয়ভাবে চাঁদাবাজ, দুস্কৃতিকারী ও টাউটদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমস্যার সৃষ্টি হওয়া
৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে/দিচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছে/দিচ্ছেঃ

.....

.....

১১. প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত মিডিয়া সেন্টার নির্মাণে **ব্যবহার্য কাজের অবস্থা কেমনঃ**

কাজের ধরন	বাস্তবে ব্যবহার্য	মন্তব্য
মেঝে		
দেয়াল		
স্লাব		
দরজা		
জানালা		
ছাদ		
ফিটিংস্		
লিফট		

২১. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের আয়তন কত? .....

২২. নির্মিত প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে একই সাথে কতোগুলি টিম বা কতজন খেলোয়াড় একইসাথে প্র্যাকটিস করতে পারে? .....

২৩. নির্মিত গ্রীণ গ্যালারীতে দর্শকদের চলাফেরা এবং বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে কেন রাখা হয়নি/রাখা যায়নি .....

২৪. গ্রীণ গ্যালারীর উদেশ্য অনুযায়ী পর্যাপ্ত ঘাস এবং গাছ আছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন রাখা হয়নি/রাখা যায়নি

.....

২৫. নির্মিত ওয়াটার রিজার্ভর এর আয়তন কত এবং সেটি একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা?

.....
.....

২৬. স্টেডিয়ামে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন নিশ্চিত করা হয়নি.....

২৭. নির্ধারিত সংখ্যক ক্যামেরা স্ট্যান্ড বসানো হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কতগুলি বসানো হয়েছে .....

খ. না হলে, কেন বসানো হয়নি .....

২৮. ডিপিপি অনুযায়ী গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন সরবরাহ করা হয়নি .....

২৯. ডিপিপি অনুযায়ী ২ টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন নির্মাণ করা হয়নি .....

৩০. গ্যালারীতে দর্শকদের জন্য কতগুলি গ্যালারী চেয়ার বসানো হয়েছে? .....

৩১. গ্যালারীতে সরবরাহকৃত গ্যালারী চেয়ার এবং কর্পোরেট চেয়ারের মান কেমন?

.....

৩২. গ্যালারীতে সরবরাহকৃত ফার্নিচারের মান কেমন?

৩৩. এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোরবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, তা মান সম্পন্ন কি .....

৩৪. দর্শকদের জন্য গ্যালারীতে মোট কতটি টয়লেট এর ব্যবস্থা আছে? ..... টি

ক. যতগুলো টয়লেট আছে তা দর্শকদের জন্য পর্যাপ্ত কি? .....

খ. মহিলাদের জন্য আলাদা কোন টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

গ. না হলে, কেন ব্যবস্থা করা হয়নি .....

৩৫. স্টেডিয়ামে আধুনিক অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন করা হয়নি .....

৩৬. স্টেডিয়ামে আধুনিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি .....

৩৭. স্টেডিয়ামের প্রত্যেক গ্যালারীতে ফুড কোর্টের ব্যবস্থা আছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন ব্যবস্থা করা হয়নি .....

৩৮. মিডিয়া সেন্টার সঠিকভাবে সংরক্ষিত কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন .....

৩৯. মিডিয়া সেন্টারের লিফটের ধারণ ক্ষমতা কত এবং সাইজ .....

৪০. বাউন্ডারী ওয়ালের কাজের অবস্থা

দৈর্ঘ্য	উচ্চতা

৪১. আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভর এর

	ফুট	ইঞ্চি
দৈর্ঘ্য		
প্রস্থ		
উচ্চতা		

৪২. ড্রেইনেজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়নের ফলে বর্ষায় বৃষ্টির পানি জমে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, পানি নিষ্কাশনের জন্য কোন ধরণের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়?

.....

প্রশ্নপত্রঃ ৩

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মূখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নমালা (KII)

কেস নংঃ [ ][ ][ ]

ওয়ার্ড নংঃ..... ইউনিয়ন.....

উপজেলাঃ..... জেলা

সাক্ষাৎকার গস্থহনের সময়ঃ শুরু ..... শেষ .....

সাক্ষাৎকার গস্থহণকারীর নামঃ ..... স্বাক্ষরঃ..... তারিখঃ .....

সুপারভাইজরের নামঃ ..... স্বাক্ষরঃ.....তারিখঃ .....

কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসারের নামঃ ..... স্বাক্ষরঃ..... তারিখঃ.....

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সম্মতিপত্র

আস্সালামু আলাইকুম/আদাব,

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এর সিলেট জেলার সদর উপজেলায় লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়। ইতোমধ্য বাংলাদেশ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক **" সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -৬ (আইএমইডি) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন এর কাজ হাতে নিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই সমীক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠান । আমি জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ থেকে এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি।

এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে "জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ " এ সম্পর্কে আপনার মতামত/ মন্তব্য জানতে আগ্রহী। আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, নাম, ঠিকানা গোপন রেখে কেবল মাত্র আপনার মতামত/ মন্তব্য গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

উল্টরদাতা সম্মতি প্রদান করলে শুরু করুন..... [১] ↓ উল্টরদাতা সম্মতি না দিলে..... [২] → শেষ করুন।

সাক্ষাৎকার গস্থহণকারীর স্বাক্ষরঃ _____ তারিখঃ _____/_____/_____

উত্তরদাতার ধরণ

১. ভেনু ম্যানেজার	২. মিডিয়া ম্যানেজার
৩. আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	৪. গ্রাউন্ড ম্যানেজার

৫. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার	৬. বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব প্রতিনিধি
৭. প্রকল্প ও অন্যান্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা	৮. স্থানীয় প্রশাসন
৯. জন প্রতিনিধি	১০. অন্যান্য

সেকশন ১ঃ উত্তরদাতার পরিচিতি

১. নামঃ .....ফোন নাম্বার (অবশ্যই আনতে হবে): .....

২. পদবীঃ .....প্রতিষ্ঠানঃ .....

৩. বর্তমান পদে কতদিন যাবৎ আছেন? .....মাস.....বছর

সেকশন ২ঃ " সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ সম্পর্কে ধারণা

৪. প্রকল্পের কাজে আপনি জড়িত ছিলেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, উক্ত প্রকল্পে আপনার ভূমিকা/অবদান কি?

.....

.....

খ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি কি অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে?

.....

.....

গ. প্রকল্পের সময়কাল (প্রকল্প শুরু এবং শেষের সময়)?

.....

.....

ঘ. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হিসেবে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছে। আপনি এর গুণগত মান সম্পর্কে সন্তুষ্ট কি ?

(ক) ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন	(খ) গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ
(গ) মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	(ঘ) জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ
(ঙ) গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ	(চ) আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন
(ছ) এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোর বোর্ড স্থাপন	(জ) ২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ
(ঝ) ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন	(ঞ) গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ
(ট) আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভয়র নির্মাণ	(ঠ) পরামর্শক সেবা গ্রহণ
(ড) ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ	(ঢ) বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ

ঙ. এই প্রকল্পের আওতায় কেউ উপকৃত হচ্ছে বলে মনে করেন কি? **১. হ্যাঁ ২. ইা**

হ্যাঁ হলে, কিভাবে

.....

.....

.....

৫. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্টেকহোল্ডার বা ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের কোন মতামত নেওয়া হয়েছে কি? **১. হ্যাঁ** **২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে মতামত নেওয়া হয়েছে?

.....

.....

খ. কাদের মতামত নেওয়া হয়েছে?

.....

.....

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কবে শুরু হয়েছিল ?

(মাস ও বছর উল্লেখ করুন): মাস: ..... বছর: .....

❖ এযাবৎ কি কি কাজ সম্পন্ন হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করুন।

খ১. কি কি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে? (২ নং প্রশ্নের ঘ থেকে জিজ্ঞেস করুন)

.....

.....

খ২. কি কি কাজ আংশিক নির্মিত হয়েছে?

.....

.....

খ৩. কেন আংশিক নির্মিত হয়েছে?

.....

.....

৭. আপনার মতে স্টেডিয়ামটি কি আন্তর্জাতিক মানের হওয়ার জন্য সকল শর্ত পূরণ করেছে ? ১ .হ্যাঁ ২ .না

না হলে, কি কি শর্ত এখনো পূরণ হয়নি এবং কেন

.....

.....

৮. প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নকালে /চলাকালে কোন সমস্যা হয়েছিল কি?

১. হ্যাঁ **২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা হয়েছে ?

.....

.....

খ. সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা হয়েছে

.....

.....

৯. প্রকল্পের আওতায় যেসব অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর নির্মাণ কাজের মান কেমনঃ

ক. কাজের কোয়ালিটি কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে?

.....

.....

খ. নির্মাণ কাজে সঠিক উপাদান ও পরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছে কি? ১.হ্যাঁ ২.না

না হলে, এর জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

গ. প্রকল্পের ডিজাইন ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে, কেন? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

১০. এই স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক করার জন্য যেসব ইকুইপমেন্টের দরকার ছিল তা কি সব সরবারাহ করা হয়েছে?

১.হ্যাঁ ২.না

না হলে, কি কি বাকি আছে এবং কেন? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

১১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অযাচিত হস্তক্ষেপ বা সমস্যা ছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছে?

.....

.....

খ. তা কীভাবে সমাধান করা হয়েছে?

.....

.....

১২. গ্যালারী পূর্ণ হলে দর্শকদের চলাচলে কোন সমস্যা হয় কি ?১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কীভাবে দূর করা যায়

.....

.....

১৩. স্টেডিয়ামে দর্শকদের প্রবেশ ও বাহিরের গেট ও গেট সংলগ্ন স্থান পর্যাপ্ত কি? **১. হ্যাঁ** **২.** না

ক. অপর্যাপ্ত হলে, কীভাবে দূর করা সম্ভব

.....

.....

১৪. বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জনগণের মাঝে কোন জরীপ হয়েছে কি ? **১.হ্যাঁ** **২. ইা**

ক. না হলে, জনগণের সন্তুষ্টি কীভাবে পরিমাপ করা হইয়/হয়ে থাকে

.....

.....

১৫. প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন/তদারকি করা হয়েছে **কি?** ১. হ্যাঁ ২. **না**

ক. হ্যাঁ হলে, কারা পরিদর্শন/তদারকি করেছেন**?**

.....

.....

খ. কিভাবে তদারকি করা হয়েছে**?** (তদারকির প্রতিবেদন সংগ্রহ করুন)

.....

.....

গ. না হলে, কেন হয়নি?

.....

.....

১৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন **কাজে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ** ছিল **কি?** **১. হ্যাঁ** **২.** না

ক. হ্যাঁ হলে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে জনগণ কি ধরনের ভুমিকা পালন করে বা করছে?

.....

.....

১৭. প্রকল্পের কার্যক্রমে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

১. সন্তুষ্ট নয় , কেন: .....

২. মোটামুটি সন্তুষ্ট, কেন: .....

৩. সন্তুষ্ট, কেন: .....

৪. খুব সন্তুষ্ট, কেন: .....

১৮. আপনার মতে এ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে/হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সময়মত অবমুক্ত হয়েছে/হচ্ছে কি? **১. হ্যাঁ** **২. না**

১৯. প্রকল্পের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের/সংগ্রহের জন্য PPA ২০০৬ / PPR ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণে কোন অসুবিধা হয়েছে কি ?
১. হ্যাঁ **২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন

.....

.....

খ. **প্রকল্পের কোন পণ্য/ সেবা ক্রয়ে অনুমোদিত বিধি-বিধান পালনে কোন ব্যাঘাত ঘটেছে/ঘটছে কি?** **১. হ্যাঁ** **২. না**

গ. **ব্যাঘাত ঘটে থাকলে, কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে/হচ্ছে?**

.....

.....

২০. এই প্রকল্পের জন্য প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছিল কি ?**১. হ্যাঁ** **২.** না

ক. হ্যাঁ হলে, কতবার, তাদের নাম ও সময়কাল বিস্তারিত বলুন

.....
.....

২১. প্রকল্প পরিচালকরা কীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন ?

ক. ঢাকা থেকে
খ. প্রকল্প এলাকা হতে

ঢাকা থেকে হলে, তিনি কীভাবে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করতেন ?

.....
.....

২২. মন্ত্রণালয় ও **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা** হতো **কি? ১. হ্যাঁ** **২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন থাকলে দিন

২৩. এই স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নিতকরণের পরে কতগুলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে ?সংখ্যায়.....

২৪. আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনে কোন রকম অসুবিধা হয়েছে কি ?**১.** হ্যাঁ **২.** না

ক. যদি হ্যাঁ হয়, কি কি অসুবিধার হয়েছে?

.....

.....

খ. কীভাবে উক্ত অসুবিধা দূর করা হয়েছে?

.....

.....

২৫. আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সফল দিকগুলো কি কি?

.....

.....

.....

.....

২৬. প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি?

.....

.....

.....

.....

২৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক সুযোগ বা সুবিধা কি হতে পারে?

.....

.....

.....

২৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক ঝুঁকি বা বাধা কি হতে পারে?

.....

.....

.....

২৯. ভবিষ্যতে খেলাধুলার উন্নতির স্বার্থে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার উপর আপনাদের সুপারিশমালা উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

.....

উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাতকারগ্রহণ শেষ করুন।

প্রশ্নপত্রঃ ৪

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার PD, DSA, BCB কর্মকর্তা

কেস নংঃ [ ][ ][ ]

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সম্মতিপত্র

আস্‌সালামু আলাইকুম/আদাব,

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এর সিলেট জেলার সদর উপজেলায় লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়। ইতোমধ্য বাংলাদেশ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক **" সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -৬ (আইএমইডি) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন এর কাজ হাতে নিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই সমীক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠান । আমি জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ থেকে এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি।

এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে "জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ " এ সম্পর্কে আপনার মতামত/ মন্তব্য জানতে আগ্রহী। আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

উত্তরদাতা সম্মতি প্রদান করলে শুরু করুন..... [১] উত্তরদাতা সম্মতি না দিলে..... [২] শেষ করুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষরঃ _____ তারিখঃ _____/_____/_____

সেকশন ১ঃ উত্তরদাতার পরিচিতি

৫. উত্তরদাতার (প্রকল্প পরিচালক, বিসিবি ও ডিএসএ কর্মকর্তা) **নামঃ** .....

৬. **ফোন নাম্বার (অবশ্যই আনতে হবে):**.....

১. **পদবী: .....প্রতিষ্ঠান: .....**

৭. **বর্তমান পদে কতদিন যাবৎ আছেন? .....মাস.....বছর**

৮. এই প্রকল্পে কতজন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছে? করে থাকলে তার/তাদের নাম ও সময়কাল অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন

নামঃ সময়কাল

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

<u>প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি কি অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে?

.....

.....

২. প্রকল্পের সময়কাল (প্রকল্প শুরু এবং শেষের সময়)?

.....

.....

৩. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হিসেবে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছে। আপনি এর গুণগত মান সম্পর্কে সন্তুষ্ট কি ?

(ক) ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন	(খ) গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ
(গ) মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	(ঘ) জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ
(ঙ) গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ	(চ) আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন
(ছ) এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোর বোর্ড স্থাপন	(জ) ২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ
(ঝ) ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন	(ঞ) গ্রাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহকরণ
(ট) আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভয়র নির্মাণ	(ঠ) পরামর্শক সেবা গ্রহণ
(ড) ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ	(ঢ) বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ

৪. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্টেকহোল্ডার বা ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের কোন মতামত নেওয়া হয়েছে কি? **১. হ্যাঁ ২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে মতামত নেওয়া হয়েছে?

.....

.....

খ. কাদের মতামত নেওয়া হয়েছে?

.....

.....

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কবে শুরু হয়েছিল ?

(মাস ও বছর উল্লেখ করুন): মাসঃ ..... বছরঃ .....

❖ এযাবৎ কি কি কাজ সম্পন্ন হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করুন।

খ১. কি কি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে? (২ নং প্রশ্নের ঘ থেকে জিজ্ঞেস করুন)

.....

.....

খ২. কি কি কাজ আংশিক নির্মিত হয়েছে?

.....

.....

খ৩. কেন আংশিক নির্মিত হয়েছে?

.....

.....

গ. প্রকল্পের কাজের সুষ্ঠু সমাপ্তি সম্পর্কে আপনার মতামত দিন (২ নং প্রশ্নের ঘ থেকে জিজ্ঞেস করুন)

.....

.....

.....

৬. আপনার মতে স্টেডিয়ামটি কি আন্তর্জাতিক মানের হওয়ার জন্য সকল শর্ত পূরণ করেছে ? ১ .হ্যাঁ ২ .না

না হলে, কি কি শর্ত এখনো পূরণ হয়নি এবং কেন

.....

.....

৭. প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নকালে /চলাকালে কোন সমস্যা হয়েছিল কি?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা হয়েছে ?

.....

.....

খ. সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা হয়েছে

.....

.....

৮. প্রকল্পের আওতায় যেসব অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর নির্মাণ কাজের মান কেমনঃ

ক. কাজের কোয়ালিটি কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে?

.....

.....

খ. নির্মাণ কাজে সঠিক উপাদান ও পরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছে কি? ১ .হ্যাঁ ২ .না

না হলে, এর জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

গ. প্রকল্পের ডিজাইন ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে, কেন? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

ঘ. নির্মাণ কাজ ও এর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ডিপিপি অনুযায়ী ছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, কেন? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

ঙ. স্টেডিয়ামটিকে আন্তর্জাতিক মানে করার লক্ষ্যে ICC কর্তৃক কোন নির্দেশিকা দেয়া হয়েছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কি? বিস্তারিত বলুন (নির্দেশিকা সংগ্রহ করুন)

.....

.....

৯. প্রকল্পটি বিভাজনের প্রয়োজন হয়েছিল কি? ১ .হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, কেন? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

১০. এই স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক করার জন্য যেসব ইক্যুইপমেন্টের দরকার ছিল তা কি সব সরবারাহ করা হয়েছে?
১ .হ্যাঁ ২ .না

না হলে, কি কি বাকি আছে এবং কেন? বিস্তারিত বলুন

.....

.....

১১. PIC কিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করেছে?

.....

.....

১২. তাদের কোন প্রতিবেদন থাকলে উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি দিন (অনুলিপি আনার চেষ্টা করুন)

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অযাচিত হস্তক্ষেপ বা সমস্যা ছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছে?

.....

.....

খ. তা কীভাবে সমাধান করা হয়েছে?

.....

.....

১৪. বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জনগণের মাঝে কোন জরীপ হয়েছে কি ? **১.হ্যাঁ** **২.** না

ক. না হলে, জনগণের সন্তুষ্টি কীভাবে পরিমাপ করা হয়/হয়ে থাকে

.....

.....

১৫. প্রকল্প চলাকালীন ইন্টারনাল/এক্সটারনাল কোন অডিট হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কারা করেছেন?

.....

.....

খ. অডিটের মতামত কি?

.....

.....

গ. না হলে, কেন হয়নি?

.....

.....

১৬. প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন/তদারকি করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. **না**

ক. হ্যাঁ হলে, কারা পরিদর্শন/তদারকি করেছেন**?**

.....

.....

খ. কিভাবে তদারকি করা হয়েছে**?** (তদারকির প্রতিবেদন সংগ্রহ করুন)

.....

.....

গ. না হলে, কেন হয়নি?

.....

.....

১৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন **কাজে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ** ছিল **কি?** **১. হ্যাঁ** ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে জনগণ কি ধরনের ভুমিকা পালন করে বা করছে?

.....

.....

১৮. প্রকল্পের কার্যক্রমে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

১. সন্তুষ্ট নয় , কেন: .....

২. মোটামুটি সন্তুষ্ট, কেন: .....

৩. সন্তুষ্ট, কেন: .....

৪. খুব সন্তুষ্ট, কেন: .....

১৯. **আপনার মতে এ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে/হচ্ছে কি?** ১. হ্যাঁ ২. না

ক. প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সময়মত অবমুক্ত হয়েছে/হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২০. প্রকল্পের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের/সংগ্রহের জন্য PPA ২০০৬ / PPR ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণে কোন অসুবিধা হয়েছে কি ?
১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন

.....

.....

খ. **প্রকল্পের কোন পণ্য/ সেবা ক্রয়ে অনুমোদিত বিধি-বিধান পালনে কোন ব্যাঘাত ঘটেছে/ঘটছে কি?** **১. হ্যাঁ** **২. না**

গ. **ব্যাঘাত ঘটে থাকলে, কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে/হচ্ছে?**

.....

.....

২১. এই প্রকল্পের জন্য প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছিল কি? **১. হ্যাঁ** **২.** না

ক. হ্যাঁ হলে, কতবার, তাদের নাম ও সময়কাল বিস্তারিত বলুন

.....

.....

২২. প্রকল্প পরিচালকরা কীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন ?

ক. ঢাকা থেকে

খ. প্রকল্প এলাকা হতে

ঢাকা থেকে হলে, তিনি কীভাবে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করতেন?

.....

.....

২৩. মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা হতো **কি?** **১. হ্যাঁ** **২. না**

ক. হ্যাঁ হলে, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন থাকলে দিন

২৪. প্রকল্পের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন উপ- **কমিটি ছিল কি?** **১. হ্যাঁ** **২.** না

ক. যদি হ্যাঁ হয়, কমিটিতে কারা সদস্য? এবং তাদের দায়িত্ব ছিল কি?

.....

.....

SWOT বিশ্লেষণ

২৫. প্রকল্পের সফল দিকগুলো কি কি?

.....

.....

২৬. প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি?

.....

.....

২৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক সুযোগ বা সুবিধা কি হতে পারে?

.....

.....

২৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক ঝুঁকি বা বাধা কি হতে পারে?

.....

.....

২৯. ভবিষ্যতে খেলাধুলার উন্নতির স্বার্থে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার উপর আপনাদের সুপারিশমালা উল্লেখ করুন।

.....

.....

আপনার সহযোগিতা ও সময়ের জন্য এবং আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্নপত্রঃ ৫

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্নপত্র

এফজিডি সনাক্তকরণ নম্বরঃ | | |

বিভাগের নামঃ ..... জেলার নামঃ .....

উপজেলার নামঃ .....ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ .....

ওয়ার্ডের নাম/নংঃ ..... গ্রাম/মহল্লার নামঃ .....

FGD অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থানের নাম..... তারিখঃ .....

মডারেটরের নামঃ ..... নোট টেকারের নাম (তথ্যলিপিবদ্ধকারীর): .....

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিপত্র

আস্‌সালামু আলাইকুম/আদাব,

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এর সিলেট জেলার সদর উপজেলায় লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়। ইতোমধ্য বাংলাদেশ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক **" সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -৬ (আইএমইডি) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন এর কাজ হাতে নিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই সমীক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠান । আমি জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ থেকে এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি।

এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে 'জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ ' এ সম্পর্কে আপনাদের সাথে একটি দলীয় আলোচনার আয়োজন করেছে এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এই দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে আপনাদের মনোনীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নাম, ঠিকানা গোপন রেখে কেবল মাত্র আপনাদের মন্তব্য/ মতামত গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আমরা আশা করি, এই দলীয় আলোচনায় আপনারা অংশগ্রহণ করবেন, কারণ আপনাদের প্রদত্ত মতামত এই জরিপের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা অনুগ্রহ করে সম্মত হলে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীদের নাম এবং ঠিকানা	ফোন নাম্বার	বয়স (পূর্ণ বছরে)	লিঙ্গ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বর্তমান পেশা
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						
৬.						
৭.						
৮.						
৯.						
১০.						

অংশগ্রহণকারীর ধরনঃ

- **দলীয় আলোচনা (এফজিডি)ঃ দলীয় আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা হলেন-** কী-অফিসিয়াল, পাবলিক রিপেজেন্টেটিভ, স্থানীয় প্রশাসন, যুবক, স্থানীয় বাসিন্দা, খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত এমন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ, অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর (মহিলা ও পুরুষ), এবং অন্যান্য সেবাপ্রদানকারীদের নিয়ে প্রকল্প এলাকায় ৪ টি এফজিডি পরিচালনা করা হবে। এফজিডির তথ্য সংগ্রহকালীন অডিও/ভিডিও রের্কড করা হবে।
- প্রতি এফজিডিতে ৮-১২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করবেন যার মধ্যে ৪-৬ জন যুবক থাকবেন যারা খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত।
- একজন সমন্বয়কারী যিনি প্রকল্পের নির্বাচিত কিছু ইস্যু দলীয় আলোচনায় উপস্থাপন করবেন এবং আরেকজন আলোচনা সমূহ আলাদা কাগজে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করবেন, তাছাড়া আলোচনা, রেকর্ড করার জন্য রেকর্ডার ব্যবহার করবেন।

<u>আলোচনার বিষয়সমূহঃ</u>

১. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য,কার্যক্রম সম্পর্কে আপনারা জানেন কি?**
২. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি কি অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে?**
৩. **প্রকল্পের সময়কাল (কবে শুরু হবে এবং কবে শেষ হবে)?**
৪. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলো কি কি ?**
৫. **প্রকল্পের কোনো কাজের সাথে আপনারা জড়িত আছেন কিনা?**
৬. " সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মাণ/রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না?
৭. " সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মাণ/রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় কি কি সুবিধা/উপাকার হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত দিন।

৮. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনারা মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত দিন।
ক. ইতিবাচক

খ. নেতিবাচক

৯. আপনাদের মতে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় মানুষের আর্থ-সামাজিক কোন উপকার হয়েছে কি?

১০. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সুযোগ বা সুবিধা ও ঝুঁকি বা বাঁধাগুলো নিদিষ্ট ভাবে উল্লেখ করুন।

১১. আপনাদের মতে এই প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত দিন।

১২. ভবিষ্যতে এই রকম আরো আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নির্মাণের মাধ্যমে দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনের মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার উপর আপনাদের সুপারিশমালা উল্লেখ করুন।

প্রশ্নপত্রঃ ৬

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের চেকলিস্ট

প্রশ্নপত্র সনাক্তকরণ নম্বরঃ | | | |

" সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য/কাজ, সেবা, মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াবলী 'পিপিএ ২০০৬' এবং 'পিপিআর ২০০৮' এর বিধিমালা অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিম্নে বর্ণীত তথ্যাবলী সংগ্রহ করুনঃ

প্যাকেজ

ক্রমিক নং	অঙ্গ/বিষয়		প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ			
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা			
৩	প্রকল্পের নাম			
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম			
৫	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)			
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরু তারিখ			
৭	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়			
৮	দরপত্র গ্রহনের শেষ তারিখ ও সময়			
৯	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা			
১০	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়			
১১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা			

ক্রমিক নং	অঙ্গ/বিষয়		প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন	মন্তব্য
১২	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা			
১৩	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ			
১৪	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ			
১৫	সি এল তৈরীর তারিখ			
১৬	সি এল অনুমোদনের তারিখ			
১৭	**Notification of Award** প্রদানের তারিখ			
১৮	মোট চুক্তি মূল্য			
১৯	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ			
২০	কার্যাদেশ গ্রহনের তারিখ			
২১	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ			
২২	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিনের এবং কি কারনে			
২৩	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ			
২৪	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও পরিমাণ			
২৫	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ			
২৬	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা			
২৭	না হলে কেন করা হয়নি ?			

ক্রমিক নং	অঙ্গ/বিষয়		প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন	মন্তব্য
২৮	প্যাকেজ ভিত্তিক দরপ্রত্র আহবান করা হয়েছিল কিনা?			
২৯	হলে কতটি প্যাকেজ করা হয়েছিল?			
৩০	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?			
৩১	হয়ে থাকলে কেন?			
৩২	প্রকল্পের মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কিনা?			
৩৩	থাকলে কত সময়ের জন্য ছিল?			
৩৪	ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা?			
৩৫	হয়ে থাকলে চুক্তি মূল্যের মধ্যে তা ঠিক করা হয়েছিল কিনা?			
৩৫	ত্রুটি হয়ে থাকলে সেবা মান কেমন ছিল?			

আপনার সহযোগিতা ও সময়ের জন্য এবং আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্নপত্রঃ ৭

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার জন্য গাইডলাইন

বিভাগের নামঃ ..... জেলার নামঃ .....

উপজেলার নামঃ .....ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ .....

ওয়ার্ডের নাম/নংঃ ..... গ্রাম/মহল্লার নামঃ .....

কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থানের নাম..... তারিখঃ .....

মডারেটরের নামঃ ..... নোট টেকারের নাম (তথ্যলিপিবদ্ধকারীর)ঃ .....

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিপত্র

আস্‌সালামু আলাইকুম/আদাব,

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এর সিলেট জেলার সদর উপজেলায় লাক্কাতুরা মৌজায় ১২.৮৫ একর জায়গা রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়। ইতোমধ্য বাংলাদেশ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক **" সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -৬ (আইএমইডি) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন এর কাজ হাতে নিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই সমীক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠান । আমি জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ থেকে এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি।

এই প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে 'জেস্কাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ ' এ সম্পর্কে আপনাদের সাথে একটি **কর্মশালার** আয়োজন করেছে এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এই **কর্মশালার** অংশগ্রহণকারী হিসেবে আপনাদের মনোনীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নাম, ঠিকানা গোপন রেখে কেবল মাত্র আপনাদের মন্তব্য/ মতামত গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আমরা আশা করি, এই **কর্মশালায়** আপনারা অংশগ্রহণ করবেন, কারণ আপনাদের প্রদত্ত মতামত এই জরিপের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা অনুগ্রহ করে সম্মত হলে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীদের নাম এবং ঠিকানা	ফোন নাম্বার	বয়স (পূর্ণ বছরে)	লিঙ্গ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বর্তমান পেশা ও পদবী
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						
৬.						
৭.						
৮.						
৯.						
১০.						
১১.						
১২.						
১৩.						
১৪.						
১৫.						

অংশগ্রহণকারীর ধরনঃ

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাঃ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালায় **যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা হলেন-** কী-অফিসিয়াল, পাবলিক রিপেজেন্টেটিভ, স্থানীয় প্রশাসন, যুবক, স্থানীয় বাসিন্দা, খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত এমন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ, অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর (মহিলা ও পুরুষ), এবং অন্যান্য সেবা প্রদানকারীগণদের নিয়ে প্রকল্প এলাকায় ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মশালার তথ্য সংগ্রহকালীন অডিও/ভিডিও রের্কড করা হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে একটি নির্ধারিত স্থানে ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে ১ টি কর্মশালা হবে, সেখানে অংশগ্রহণকারীগণ সরাসরি নিজ নিজ মন্তব্য, মতামত জানাতে পারবেন।

<u>আলোচনার বিষয়সমূহঃ</u>

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য,কার্যক্রম সম্পর্কে আপনারা জানেন কি?

২. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলো কি কি ?

৩. প্রকল্পের কোনো কাজের সাথে আপনারা জড়িত ছিলেন কিনা?

৪. " সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মাণ/সৃষ্টি/রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় কি কি সুবিধা/উপাকার হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত দিন।

৫. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় ক্রীড়াঙ্গানে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনারা মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত দিন।

ক. ইতিবাচক

খ. নেতিবাচক

৬. আপনাদের মতে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় মানুষের আর্থ-সামাজিক কোন উপকার হয়েছে কি?

৭. প্রকল্পের সবল দিক নিদিষ্ট ভাবে উল্লেখ করুন।

৮. দুর্বল দিক নিদিষ্ট ভাবে উল্লেখ করুন।

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সুযোগ বা সুবিধা নিদিষ্ট ভাবে উল্লেখ করুন।

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ঝুঁকি বা বাঁধাগুলো নিদিষ্ট ভাবে উল্লেখ করুন।

১১. আপনাদের মতে এই প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত দিন।

১২. ভবিষ্যতে এই রকম আরো আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নির্মাণের মাধ্যমে দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনের মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার উপর আপনাদের সুপারিশমালা উল্লেখ করুন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালা শেষ করুন।